রাঁচি, শনিবার

13:01:2024

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>095 >> 27 Poush 1430 >>

epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৯৫ >> << ২৭শে, পৌষ ১৪৩০>>

হিন্দু পুরোহিতের মেয়ে মাংস খাওয়ায় ছবি বন্ধ

মুম্বই : নেটফ্লিক্সের মুম্বই অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তারপরেই ছবিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গত ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছিল তামিল ছবি আন্নাপুরানি। একটি রান্নার প্রতিযোগিতার গল্প নিয়ে তৈরি ছবি। সেখানেই অন্যতম প্রতিনিধি এক পুরোহিতের মেয়ে। খাদ্যরসিক সেই মেয়ে মাংস খায়। রান্নার প্রতিযোগিতাতেও মাংস রান্না করে। নিপাট সাধারণ এই গল্প নিয়েও শুরু হয়েছে বিতর্ক। তামিল ব্রাহ্মণ সাধারণত নিরামিষাশী হয়। এই ছবিতে এক তামিল পুরোহিতের মেয়ে আমিষ খেয়ে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে। সমাজমাধ্যম এক্স-এ এমন কয়েকটি মন্তব্য করেন কেউ কেউ। তারপরেই বিষয়টি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আরএসএস-এর ছাতার নিচে একটি সামাজিক সংগঠন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র এক্স-এ আন্দোলনের ডাক দেন। তারপরেই বুধবার নেটফ্লিক্সের মুম্বই অফিসের সামনে জড়ো হয় সংগঠনের কর্মীরা। ছবিটি এবং নেটফ্লিক্সের বিরুদ্ধে তারা স্লোগান দিতে থাকে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেদের প্ল্যাটফর্ম থেকে ছবিটি নামিয়ে নেয় নেটফ্লিক্স। তবে প্রকাশ্যে এনিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি তারা।

বাজার দর

SENSEX : 72568.45 +847.27
NIFTY : 21894.55 +247.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
22.00 °c	08.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.21 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06.32 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

হুতি আক্রমণে ভারতকে পাশে পেল অ্যামেরিকা

নিউ ইয়র্ক : বৃহস্পতিবার ব্লিংকেনের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে এস জয়শংকরের। লোহিত সাগরে হুতি আক্রমণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা।

বৃহস্পতিবারেই লোহিত সাগরে হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। ওই দিনই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ফোন করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। দুইজনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র।

বস্তুত, আরব সাগরে ভারত অভিমুখী একটি জাহাজেও আক্রমণ চালিয়েছিল ইরানের সমর্থনপুষ্ট হুতি বিদ্রোহীরা। ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল জাহাজটিতে। পেন্টাগন সে সময় দাবি করেছিল, ওই হামলার পিছনে সরাসরি ইরানের হাত আছে। ভারতও সে সময় জানিয়েছিল, ওই হামলার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।

এরপরেই আরব সাগরে কৌশলগত অঞ্চলে তিনটি ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ মোতায়েন করা হয়। বৃহস্পতিবার এই সমস্ত বিষয় নিয়েই জয়শংকরের সঙ্গে ব্লিংকেনের আলোচনা হয়েছে। কারণ, এরপর হুতি বিদ্রোহীরা এবং ইরান পাল্টা জবাব দিলে লড়াই ছড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। এবং সে ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিদেশমন্ত্রণালয় সূত্র জানাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের অভিযানকে ভারত সমর্থন করেছে। জানা গেছে, দুই দেশই একটি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে, লোহিত সাগরের ওই রাস্তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ওই রাস্তাকে নিরাপদ রাখা সকলের আশু কর্তব্য। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এর বাইরেও ইসরায়েল-হামাস সংঘাত এবং রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযান নিয়ে ব্লিংকেন জয়শংকরের সঙ্গে কথা বলেছেন। তবে ঠিক কোন কোন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ভারতের তরফে সে বিষয়ে এখনো কোনো নির্দিষ্ট তথ্য দেয়া হয়নি।

গাজার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে ইসরাইলের বিমান ও স্থল হামলা

গাজা : বৃহস্পতিবার ইসরাইলের সেনাবাহিনী গাজার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে বিমান ও স্থল হামলা চালিয়েছে। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, রাতভর ইসরাইলের ওই হামলায় কয়েক ডজন মানুষ নিহত হয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৬০ জনের বেশি নিহত মানুষের মধ্যে খান ইউনিসে ইসরাইলের চালানো বিমান হামলায় নিহত ব্যক্তিও রয়েছে। খান ইউনিস গাজা ভূখণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ইসরাইলের সেনাবাহিনী খান ইউনিসের একটি ভূগর্ভস্থ টানেলে সাংবাদিকদের সফরে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সেনাবাহিনী বলেছে, সেখানে যে জিম্মিদের রাখা হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে। ইসরাইল জিম্মিদের কাউকে শনাক্ত করেনি বা তাদের সাথে কী হয়েছে সে সম্পর্কিত কোনো তথ্য দেয়নি। ইসরাইল বলেছে, তারা যে প্রমাণগুলো আবিষ্কার করেছে তাতে ডিএনএ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলায় প্রায় ১২০০ জন নিহত হয়েছে এবং ২৪০ জনকে হামাস জিম্মি করে। জিম্মিদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মুক্তি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইসরাইলের পাল্টা আক্রমণে ২৩ হাজার ৩০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। হামলায় গাজার বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং এর ২৩ লাখ জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম ঘেব্রেইসাস বলেছেন, ত্রাণ সংস্থাগুলো গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রায় অনতিক্রম্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। টেড্রোস বলেছেন, আমাদের কাছে সরবরাহ, দল এবং পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের কাছে যা নেই তা হলো প্রবেশের সুযোগ। তিনি সহায়তা বিতরণের জন্য অনুরোধগুলো সহজতর করার জন্য ইসরাইলের সাহায্য আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জেলেন্সকিঃ যুদ্ধ সাময়িকভাবে স্থগিত হলে রাশিয়া শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ পাবে

এস্তোনিয়া : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ স্থগিত হলে লাভবান হবে মস্কো, কারণ তারা অস্ত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি করার সুযোগ পাবে এবং আমাদের গুঁড়িয়ে দেবে। এস্তোনিয়া সফরকালে জেলেন্সকি আরও বলেন, ইউক্রেন ভূখণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্রে সাময়িক বিরতি মানে যুদ্ধ স্থগিত হয়ে যাওয়া নয়। এটা যুদ্ধের সমাপ্তি নয়। তিনি বলেন, রুশ ফেডারেশন বা অন্য কারও সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপের পথ প্রশস্ত করবে না এই যুদ্ধবিরতি। এই স্থগিতাদেশ শুধুমাত্র রুশ ফেডারেশনকেই লাভবান করবে। এক আঞ্চলিক সফরের অংশ হিসেবে এস্তোনিয়া যান জেলেন্সকি। তিনি লিথুয়ানিয়া এবং লাটভিয়া যাবার কথা রয়েছে। ইউক্রেনের শীর্ষ নেতা বুধবার ভিলিনিয়াসে বলেন, তাঁর দেশের সামরিক বাহিনী বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, রুশ সামরিক বাহিনী অপ্রতিরোধ্য নয়, তবে রাশিয়ার ব্যাপক হারে নিক্ষেপ করা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলি গুলি করে নামাতে কিয়েভ সরকারকে আরও বেশি আকাশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম পাঠানোর জন্য পশ্চিমা মিত্রদের একান্ত প্রয়োজন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, ইউক্রেনকে সাহায্য করতে পারে এমন দেশগুলিতে রসদ কম। জেলেন্সকি বলেন, অস্ত্রভাণ্ডার খালি। বিশ্ব প্রতিরক্ষার সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ দুই বছরে পদার্পণ করতে চলেছে। ইউক্রেন বলেছে, ঘরোয়া প্রতিরক্ষা শিল্পের বিকাশ এবং আরও গোলাবারুদ ও যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে একাধিক বিদেশী সরকারের সঙ্গে যৌথ প্রকল্পে কাজ করার আশা করছে তারা। এস্তোনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলার ক্যারিস এক বিবৃতিতে বলেন, ইউক্রেনকে সাহায্য করতে গণতান্ত্রিক দেশগুলি অনেক কিছু করেছে, তবে আমাদের সম্মিলিতভাবে আরও উদ্যোগ নেওয়া দরকার যাতে ইউক্রেন জয়ী হয় এবং আগ্রাসনকারী পরাস্ত হয়। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ যত দীর্ঘমেয়াদি হচ্ছে, ইউক্রেনে পশ্চিমা সামরিক সরবরাহ ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেছে। ইউক্রেনকে বাড়তি সহায়তা দিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আবেদন কংগ্রেসে আটকে আছে।

শুভেন্দু মাইতি ও ৩৩ কোটি বাঙালির এক স্বপ্নজগতের কথা

কলকাতা (শুভ সিংহ) : তিনি সংগীত সেবক। গান বাঁধেন, গান করেন, গান সংগ্রহও করেন। সেই মানুষটি জীবনের শেষ পর্বে কঠিন পণ করেছেন ৩৩ কোটি বাঙালিকে এক ছাতার নীচে আনবেন। শুভেন্দু মাইতির সেই স্বপ্নের নাম 'পান্থপাদপ'।

সংগীতের জন্য আপনার জীবন নিবেদিত। বিশেষত লোকসংগীত নিয়ে গবেষণা, চর্চায় আপনি অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন। জীবন সায়াহ্নে এসে এত বড় প্রকল্প হাতে নিলেন কেন? আমি 'পান্থপাদপ'-এর কথা বলছি...

কমবেশি ৩৩ কোটি বাঙালি আছে সারা বিশ্বে। মেধা, সৃজনশীলতা, উদারতা, দেশপ্রেম, নানা গুণাবলীর বিচারে বাঙালি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠী। ১৭ কোটি বাঙালি নিজের দেশ অর্জন করেছে লড়াই করে। কিন্তু বাকি ১৬ কোটি কচুরিপানার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ৩৩ কোটিকে একসূত্রে বাঁধার লক্ষ্যে 'পান্থপাদপ' গঠনের পরিকল্পনা।

সেজন্য কি সংগঠন তৈরির দরকার ছিল? তাও আবার বোলপুরকে বাছলেন কেন?

ফাঁকাতে সংগঠন হয় না। সাইনবোর্ড লাগাতে হয়। রবীন্দ্রনাথও সাইনবোর্ড লাগিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। যাযাবরবৃত্তি করে প্রতিষ্ঠানের শিকড় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বোলপুরকে বেছে নিলাম। বিশ্বের যে প্রান্তেই বাঙালি থাক না কেন, তারা ভারতে এলে একবার বোলপুরে আসে। এই বাঙালিরা যাতে একটা রাত 'পান্থপাদপে' কাটিয়ে যান।

'পান্থপাদপ'-এর আকর্ষণ কী হবে?

এখানে এলে সবুজে ঘেরা গ্রামবাংলার ছোঁয়া পাওয়া যাবে। যেখানে সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙবে, রাতে দেখা যাবে জোনাকির আলো। বাঙালির হারিয়ে যাওয়া খাবারের আস্বাদ মিলবে কমিউনিটি কিচেনে। শোনা যাবে কলের গান আশ্চর্যময়ী দাসী, রাইচাঁদ বড়াল। কটেজে কিন্তু কিচেন থাকবে না। খেতে বসার আগে গাছকে জল দিতে হবে, তা তিনি যত বড়ই মানুষ হোন।

প্রকল্প রূপায়ণের কাজ কতটা এগিয়েছে? অনেক টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে আপনাদের।

এক কোটি ১৭ লক্ষ টাকা দিয়ে ১৬ বিঘা জমি আপাতত কিনেছি। কনভার্সন হয়ে গিয়েছে। জমি এখন নিষ্কণ্টক। আটটা কটেজের ভিত তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রথম বছরে আমরা অন্তত ১০-১২টি কটেজ করবো। পৃথিবীর বাঙালিরা এগিয়ে আসছেন। তাদের বলেছি, কটেজ দেবো, বিনিময়ে টাকা চাই। আমি কিন্তু ফকির লোক। ব্যাংকে তিন হাজার টাকা থাকে!

কয়েকটি আর্কাইভ গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন, বলছিলেন। সেগুলির রূপরেখা চূড়ান্ত করেছেন?

হ্যাঁ, চারটি আর্কাইভ হবে। দু'টি এই বছরের মধ্যেই গড়ার ভাবনা রয়েছে। আমার সংগ্রহে সাড়ে আট হাজার গ্রামোফোন রেকর্ড আছে, ছয়খানা কলের গান আছে। পাঁচ লক্ষ পিন আছে, যা পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভবত নেই। শ্রবণ মাধ্যমের বিবর্তন তুলে ধরা হবে আর্কাইভে। দম দেয়া কলের গান থেকে ডিজিটাল রূপান্তর। আর একটি আর্কাইভের নাম হবে পুতুলবাড়ি। সারা পৃথিবীর মুখোশ ও পুতুল।

দু'টির কথা বললেন। অন্য দু'টি আর্কাইভ কী নিয়ে?

আমাদের নাগরিক নাটকের ইতিহাস দু'শ বছরের। কিন্তু লোকনাটকের ইতিহাস শতাব্দীপ্রাচীন। তার ইতিহাস লেখা হয়নি, রক্ষিত হয়নি। জেলাওয়াড়ি ইতিহাস সংগ্রহ করবো। পালাকারদের নাম, পরিচয়, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত তৈজসপত্র সংগ্রহশালায় থাকবে। যাত্রাশিল্পীরাও এর মধ্যে থাকবেন। চতুর্থ আর্কাইভে থাকবে আদিবাসীদের ব্যবহৃত প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র, শিকারের অস্ত্র, নারীদের অলঙ্কার ইত্যাদি।

এর অর্থ লোকসংস্কৃতির নানা দিককে এক ছাতার নীচে আনতে চাইছেন। শিশুদের জন্য কিছু ভাবনা আছে আলাদা করে?

শিশুদের কথা আমরা ভেবেছি। তাদের জন্য একটি বিনোদন পার্ক গড়ে তোলা হবে তৃতীয় পর্যায়ে। আমাদের দেশের পার্ক হলো ইউরোপের অক্ষম অনুকরণ। অথচ আমাদের ত্রৈলোক্যনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার পরশুরাম, শিবরাম থেকে রাক্ষসখোক্কস আছে। এসব মিলিয়ে তৈরি হবে 'আবোলতাবোলের দেশ'। মহাকাশের জার্নিতে ছেলেমেয়েরা পৌঁছে যাবে সেই আজব দেশে। সেখানে থাকবে হাঁসজারু, ট্যাঁশগরু, বকচ্ছপ, হিপোপটেমাস।

শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর বিশ্বভারতী রয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি আছে এই প্রতিষ্ঠানের। আপনারা কি বিশ্বভারতীর পরিপূরক হয়ে উঠতে চাইছেন?

বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিরোধ নেই। আমরা যে কাজ করবো, তারা সেই দায়িত্ব নিতে পারবে না। এটি একমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একটি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু বাঙালির কৃষ্টিসংস্কৃতি, লোকায়ত দর্শন, জীবনযাপনসহ নিজস্ব পরিচয়কে রক্ষা করার জন্য বিশ্বভারতী নয়। তাদের কর্মসূচিতে এগুলি নেই। আমাদের এখানে কেউ পড়াশোনা করতে আসবে না। সৃষ্টিশীল বাঙালির কাছে আমরা পৌঁছতে চাই, যারা বিশ্বভারতীতে পঠনপাঠন বা গবেষণার জন্য আসে।

সিদ্ধান্ত মোদীজি উদ্বোধন করবেন, মূর্তি ছোঁবেন, আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে হাততালি দেব?

রামমন্দিরের উদ্বোধনে যাচ্ছেন না চার শঙ্করাচার্য

অযোধ্যা (এজেন্সী): অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থাকবেন না চার প্রমুখ শঙ্করাচার্য। তাদের মতে, অর্ধসমাপ্ত মন্দির উদ্বোধন করা যায় না।

উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠ, গুজরাতের দ্বারকা, ওড়িশার পুরী এবং কর্নাটকের শ্রীঙ্গেরির শঙ্করাচার্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ২২ জানুয়ারি তারা অযোধ্যায় থাকবেন না। উত্তরাখণ্ডের জ্যোর্তিপীঠের শঙ্করাচার্য বলেছেন, সনাতন ধর্ম অনুযায়ী অর্ধসমাপ্ত মন্দিরের উদ্বোধন করা যায় না। রামমন্দিরের নির্মাণ এখনো শেষ হয়নি। তাই তিনি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জ্যোর্তিপীঠের শঙ্করাচার্য যা বললেন

উত্তরাখণ্ডের জ্যোর্তিপীঠের ৪৬তম শঙ্করাচার্য অভিমুক্তেস্বরানন্দ সরস্বতী বলেছেন, তার এই সিদ্ধান্তকে মোদীবিরোধী বলে দেখা হতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে মোদী-বিরোধিতার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি শাস্ত্রবিরোধী হতে চান না বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''শঙ্করাচার্যদের দায়িত্ব হলো, ধর্মীয় শাস্ত্র অনুসরণ করা এবং দেখা যে এই শাস্ত্র যাতে ঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়।''

তিনি জানিয়েছেন, ''শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ না হলে তার উদ্ঘাটন করা যায় না। এত তাড়াহুড়ো করার কোনো কারণ নেই। অসমাপ্ত মন্দিরে ঈশ্বরের মূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনা ঠিক নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, মন্দির অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।''

পুরীর শঙ্করাচার্যের বক্তব্য

পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী জানিয়েছেন, তিনি তার পদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। তিনি বলেছেন, ''আমি সেখানে গিয়ে কী করব? মোদীজি উদ্বোধন করবেন, মূর্তি ছোঁবেন, আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে হাততালি দেব?'' টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানাচ্ছে, পুরীর শঙ্করাচার্য জানিয়েছেন, ''রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুরোটাই রাজনৈতিক শো হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচন আসছে বলে এরকম একটা ইভেন্ট করা হচ্ছে। যখন মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে, তখন মন্দিরের উদ্বোধনে আমি সায় দিতে পারিনি। তাই সেখানে যাচ্ছি না।''

গুজরাটের দ্বারকাপীঠের মন্ত্রী ব্রহ্মচারী নরয়ানন্দ আউটলুককে বলেছেন, ''মন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে শঙ্করাচার্যর কোনো আপত্তি নেই। তিনি খুশি। তবে তাকে বেশ কিছু প্রটোকল অনুসরণ করতে হয়। আর সেসময় তার আগে থেকে নির্ধারিত কিছু সূচি আছে। দ্বারকাতেও আছে। তাই তিনি অযোধ্য়া যেতে পারবেন না।'' কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছে, তাদের কোনো নেতা অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিন যাবেন না। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সংসদীয় দলের চেয়ারম্যান সোনিয়া গান্ধী ও লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, তারা কেউই অযোধ্যায় যাবেন না।

কংগ্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ''ধর্ম হলো মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু বিজেপি-আরএসএস এটাকে একটা রাজনৈতিক ইভেন্ট বানিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে অসমাপ্ত মন্দিরের উদ্বোধন করা হচ্ছে। কংগ্রেস শ্রীরামকে শ্রদ্ধা করে। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও তারা মানে। কিন্তু আরএসএস-বিজেপি ইভেন্টে তারা যাবে না।''

তিন রাজ্যে ছুটি

আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন ও শ্রীরামের মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনে ছুটি ঘোষণা করেছে ভারতের তিন রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, অসম ও ছত্তিশগড়। তিনটি রাজ্যই বিজেপি শাসিত।

সারা দেশে তো বটেই, নিউ ইয়র্কের টাইম স্কোয়ারেও রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান লাইভ দেখা যাবে।

হুতি আক্রমণের জেরে সাময়িক বন্ধ টেসলার কারখানা

বার্লিন ঃ যন্ত্রাংশ পাওয়া যাচ্ছে না বলে টেসলা জার্মানিতে ইলেকট্রিক গাড়ির কারখানা কিছুদিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলো।

লোহিত সাগরে হুতিরা সমানে পণ্যবাহী জাহাজের উপর আক্রমণ করছে। ফলে জাহাজগুলি আর ওই রাস্তায় যাচ্ছে না। এর প্রভাবে ২৯ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখা হচ্ছে বার্লিনের কাছে টেসলার গাড়ি তৈরির কারখানা। টেসলা একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ''যন্ত্রাংশ কম থাকায় আমরা জার্মানির কারখানায় গাড়ি উৎপাদনের কাজ ২৯ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখছি।''

কোম্পানি জানিয়েছে, লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের এই সংকটের মুখে পড়তে হয়েছে।

এই অঞ্চলে ইরানের মদতপুষ্ট হুতি বিদ্রোহীরা একের পর এক পণ্যবাহী জাহাজ আক্রমণ করেছে। গাজাতে ইসরায়েলের আক্রমণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা এই কাজ করবে বলে হুমকি দিয়েছে।

টেসলা বলেছে, লোহিত সাগরে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাহাজগুলি এখন কেপ অফ গুড হোপ দিয়ে যাচ্ছে। তার জেরে টেসলার কারখানায় উৎপাদন ব্যহত হয়েছে।

লোহিত সাগরে হুতির আক্রমণ শুরুর পর টেসলাই প্রথম কোম্পানি যারা কারখানা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করলো। হুতির আক্রমণের প্রভাব অনেক কারখানার উপরেই পড়ছে। চীনের অন্যতম বড় গাড়ির কারখানা এবং সুইডেনের হোম ফার্নিশিং কারখানা গ্রাহকদের জানিয়েছে, তাদের কাছে জিনিস পৌঁছাতে দেরি হবে।

বিশ্বের বড় শিপিং কোম্পানিগুলি এখন সুয়েজ খাল ব্যবহার করছে না। এই রাস্তা দিয়ে বিশ্বের ১২ শতাংশ জাহাজ চলাচল করে।

প্রায় সব বড় শিপিং কোম্পানি কেপ এফ গুড হোপ দিয়ে তাদের জাহাজ পাঠাচ্ছে। এর ফলে শুধু যে ১০ দিন বেশি সময় লাগছে তাই নয়, এতে খরচও হচ্ছে অনেক বেশি। এশিয়া থেকে ইউরোপ যেতে নয় লাখ ১০ হাজার ডলারের অতিরিক্ত জ্বালানি লাগছে।

টেসলা জানিয়েছে, এর ফলে সরবরাহ চক্র ভেঙে গেছে। ২০২২ সালের মে মাস থেকে বর্লিনের কাছের কারখানায় উৎপাদন শুরু করে টেসলা। সেখানে ১১ হাজার পাঁচশ কর্মী কাজ করেন।

জার্মানিতে নির্মাণ শিল্পে সংকট দেখা দিচ্ছে

বার্লিন ঃ একদশক ধরে চাঙ্গা থাকার পর ২০২৪-এ জার্মানিতে নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেবে বলে জানিয়েছে দুই গবেষক সংস্থা।

বুধবার এই দুই গবেষক সংস্থা তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালের আর্থিক সংকটের পর এই প্রথমবার নির্মাণ শিল্পে সংকট আসতে পারে।

বেশ কয়েক বছর ধরে এই শিল্পের ক্ষেত্রে চাহিদা খুব বেশি ছিল, সুদের হার কম ছিল। ফলে নির্মাণ শিল্প চাঙ্গা ছিল। কিন্তু এখন খরচ বেড়ে গেছে। ফলে দামও বেড়েছে। এরপরই মানুষ চুক্তি বাতিল করছে। ব্যাংক থেকেও অর্থ পেতে অসুবিধা হচ্ছে। ফলে অনেক ডেভলাপার নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন।

গবেষক সংস্থা কী বলছে?

ডিআইডাব্লিউ ইনস্টিটিউটের সমীক্ষা বলছে, ২০২৪ সালে নির্মাণ শিল্প সাড়ে তিন শতাংশ সংকুচিত হবে।

আর্থিক দিক থেকে তার পরিমাণ হলো ৫৪ হাজার ছয়শ কোটি ইউরো। ২০২৫ সালে তা শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ বাড়বে।

আইএফও ইনস্টিটিউট বলছে, ১৯৯১ সালের বুমের পর থেকে নির্মাণ শিল্পের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। ২০২৪ সালে তা ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

২২ দশমিক এক শতাংশ সংস্থা জানিয়েছে, তারা প্রচুর প্রকল্প বাতিল করেছে। প্রায় ৫৭ শতাংশ জানিয়েছে, তাদের কমিশনের পরিমাণ খুবই কমে গেছে।

ডিআইডাব্লিউর সমীক্ষা রিপোর্ট লিখেছেন লরা। তিনি ডিব্লিউকে জানিয়েছেন, ''সরকারকে আরো গ্যারাণ্টি দিতে হবে, বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ দিতে হবে।''

তার মতে, ''জার্মানির নির্মাণ শিল্পকে চাঙ্গা করতে গেলে, ভর্তুকি নিয়ে অস্পষ্টতা দূর করতে হবে সরকারকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা করতে হবে।''

জার্মানিতে এবার ট্রেন চালকদের তিনদিনের ধর্মঘট

বার্লিনঃ জার্মানিতে ট্রেন চালকদের ধর্মঘটের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো না শ্রম আদালত। বুধবার জার্মানির সময় রাত দুইটা থেকে ধর্মঘট শুরু।

হেসের স্টেট লেবার কোর্ট জার্মানির রেল অপারেটর ডয়েচে বান-এর আবেদন খারিজ করে দেয়। তারা এই ধর্মঘটের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। ফ্রাংকফুর্টের লেবার কোর্টও নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখে। ফলে ট্রেন চালকদের ধর্মঘটে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দূর হয়।

ট্রেন চালকরা বুঝবার রাত দুইটা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। জার্মানিজুড়ে এই ধর্মঘট হবে। এর বিপুল প্রভাব সারা দেশে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে লাখ লাখ ট্রেন যাত্রী বিপাকে পড়বেন। ডয়চে বান(ডিবি) ইতিমধ্যেই খুবই সংক্ষিপ্ত একটা টাইমটেবল চালু করেছে। ফলে অধিকাংশ ট্রেনযাত্রীকে বিকল্প যানবাহন করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে।

ট্রেন চালকদের ইউনিয়ন জিডিএল এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। মালগাড়ির চালকরাও এই ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছেন।

সম্প্রতি জিডিএলের ধর্মঘটে ৮০ শতাংশ দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করতে হয়েছিল। আঞ্চলিক ট্রেন পরিষেবাও ব্যহত হয়। বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিম জার্মানিতে এর বিপুল প্রভাব পড়ে।

গত নভেম্বর থেকে জিডিএল ডিবি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছে। তারা বেতন বাড়ানো এবং কাজের সময় কমানোর দাবি করেছে।

ডিবি বলেছে, কাজের সময় কমানোর দাবি তারা কিছুতেই মানতে পারবেন না। কারণ, তাদের কাছে এমনিতেই কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের একাধিক নেতার বাড়িতে ইডির তল্লাশি

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মন্ত্রীর বাড়িতে আজ শুক্রবার সকাল থেকে তল্লাশি শুরু করেছেন ভারতের আর্থিক দুর্নীতিসংক্রান্ত তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) কর্মকর্তারা। পৌরসভাগুলোয় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের অংশ হিসেবে আজ সকালে এ তল্লাশি চালানো হয়।

আজ সকালে লেকটাউনে রাজ্যের ফায়ার সার্ভিস মন্ত্রী সুজিত বসুর দুটি বাসভবনে তল্লাশি চালিয়েছেন। একই অভিযোগে আজ বরাহ নগরের তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায় এবং উত্তর দমদম পৌরসভার কাউন্সিলর সুবোধ চক্রবর্তীর বাসভবনেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১১৮টি পৌরসভা এবং ৭টি পৌর করপোরেশন আছে। অভিযোগ রয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু পৌরসভায় অর্থের বিনিময়ে ৫ হাজার জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতা সুজিত বসু ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায় এবং উত্তর দমদম পৌরসভার কাউন্সিলর সুবোধ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে নিয়োগজনিত দুর্নীতির অভিযোগ আছে।

পৌরসভার নিয়োগজনিত এ দুর্নীতি মামলা তদন্তের অংশ হিসেবে আজ সকালে ইডি হানা দেয় এই তিন নেতার বাসভবনে।

এর আগে গত শুক্রবার ইডির কর্মকর্তারা রেশন দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্ত করতে তৃণমূল নেতা শেখ শাজাহানের বাসভবনে তল্লাশি চালাতে যান। তখন তাঁরা তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন এবং মারধরের শিকার হন। তাঁদের তিনজন গুরুতর আহত হন। পরে ইডির কর্মকর্তারা পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেন। তবে এ ঘটনায় এখনো কেউ আটক হননি। এমনকি অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ শাজাহানও পালিয়ে যান। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে আজ সকালে আবার দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তের জন্য ইডি তল্লাশি শুরু করে।

এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে রামের দেশে পাড়ি সৌমিকের

গোবরডাঙ্গা ঃ এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে অযোধ্যার রাম মন্দিরে উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন গোবরডাঙ্গার সৌমিক ও তার বন্ধু। ২২ জানুয়ারি মূর্তি স্থাপন হবে অযোধ্যার রামলার আর তার আগেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে যাচ্ছেন অযোধ্যায়। সেই একই ছবি দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সৌমিক গোলদার ও তার বন্ধু রাকেশ মন্ডল দুজনেই সাইকেল চালিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন মঙ্গলবার। মঙ্গলবার সকালে গোবরডাঙ্গা রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে যাত্রাপথ শুরু করেন সৌমিকের বিগত বছরের জটিল রোগের কারণে একটি পা বাদ যায় তারপরেও এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে এক হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেবেন সৌমিক। রামের প্রতি অশেষ ভক্তি সেই কারণেই কে শক্ত করে এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা। এমনটাই জানান।

এনজিও চালানোর ক্ষেত্রে বা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সমস্ত সরকারি আইন বা নিয়ম মেনে সেটি করা হয়েছে কিনা

কলকাতাঃ শাসক দল বা বিরোধী দলের কারোর হাতে এনজিও থাকতেই পারে কিন্তু দেখতে হবে সেই এনজিও চালানোর ক্ষেত্রে বা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সমস্ত সরকারি আইন বা নিয়ম মেনে সেটি করা হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় প্রপার আইন মেনে এনজিও গঠন বা চালানো হচ্ছে না তাহলে সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই পারে এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মন্তব্য সাংসদ ড- শান্তনু সেনের। কেউ প্রাক্তন সেনাপ্রধান হতে পারেন কেউ প্রাক্তন আমলা হতে পারেন নেতা হতে পারে বা যে কেউ হতে পারে মনে রাখতে হবে কেউই দেশের আইনের উর্ধ্বে নন। কারোর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকলে ভারতবর্ষের আইন মেনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রেও প্রাক্তন সেনাপ্রধান কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে বলে যেটি বলা হচ্ছে সেটি সঠিক নয়, ডক্টর শান্তনু সেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি বলতে পারেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সেই কারণেই তিনি দুর্গাপূজো কালী পুজোতেও যেমন যান তেমনই ঈদ পালনও করেন, আবার বড়দিনে ক্রিসমাস এর জন্য গির্জায় যান আবার গুরদোয়া রাতেও যান। বিজেপি রামচন্দ্র বা রাম মন্দির নিয়ে যেটা করছেন সেটা ভক্তি শ্রদ্ধার অঙ্গ নয়। ওরা বিভাজনের রাজনীতির স্বার্থে এটা করছে। রামচন্দ্র আমাদের হৃদয়ে আছেন শ্রদ্ধায় আছেন তাই আমরা রামচন্দ্রকে নিয়ে অহেতুক রাজনীতির তানা পড়েন এর মধ্যে ঢুকি না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও এই আদরসেই বিশ্বাসী, ডক্টর শান্তনু সেন ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতৃত্বের সাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলাভিত্তিক প্রস্তুতি

কলকাতাঃ ২০২৪ এ প্রস্তুতি বৈঠক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এর কালীঘাটের বাড়িতে পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতৃত্বের সাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলাভিত্তিক প্রস্তুতি করছেন প্রথমেই নজর পশ্চিম মেদিনীপুরের দিকে লোকসভা ভোট হতে কয়েক মাস বাকি কিন্তু জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূল শিবিরে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা ধরে ধরে তিনি বৈঠক করবেন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে প্রথম জেলা বৈঠক শুরু করেন নিজের কালীঘাটের বাড়ি থেকে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মিটিংয়ে উপস্থিত আছেন তৃণমূলের রাষ্ট্র সভাপতি সুব্রত বক্সী ঘাটালের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঘাটালের সংসদ দেব রয়েছেন পাশাপাশি এই জেলার ১৩ জন এম এল এ রয়েছেন তৃণমূলের তারা উপস্থিত আছেন এবং দলের যারা সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরও আজ ডাকা হয়েছে এই বৈঠকে আজকের বৈঠকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কিভাবে তৃণমূল সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলা, তার দিক নির্দেশ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এই বৈঠক থেকে। এবং তার পাশাপাশি সংগঠনের মধ্যে কোথায় দুর্বলতা রয়েছে পদ্মালোচনার মাধ্যমে সেটা বের করে কাটাতে হবে সেটা সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলীয় নেতাদের নির্দেশ দেবেন গতবার বিধানসভা ভোটে এই জেলাগুলি ১৩ টি বিধায়ক তৃণমূলের জয়ী হয়েছিল সেই বিধানসভা গুলিতে বর্তমানে তৃণমূলের কি অবস্থা সেই বিষয়ে তিনি জানবেন এই বৈঠকে এবং আগামী দিনে ২০২৪ এর লোকসভা ভোট আরো ভালো কিভাবে হতে পারে সেটারই প্রস্তুতি নিতে চলেছেন এই বৈঠকে মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচবিহারে হোটেলে কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল মালদার এক যুবকের

মালদা ঃ কোচবিহারে হোটেলে কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের এক যুবকের। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই জেলায় কাজ করার সুবাদে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে মালদার ওই যুবক। তারপরেই এই মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও মৃতের পরিবারের অভিযোগ, কোচবিহারের জনৈক্য ওই গৃহবধূ ও তার পরিবারের লোকেরাই জাহাঙ্গীরকে খাওয়ারে বিষ মিশিয়ে খুন করেছে। বুধবার মৃত যুবকের দেহ মালদায় নিয়ে আসেন পরিবারের লোকেরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জাহাঙ্গীর আলম (২৫)। তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের মিলনগড় এলাকায় । কয়েক মাস আগে প্রথমে যুবক কেরলে গিয়েছিল কাজ করতে। মোবাইল ফোনে কোনো রকমেই সায়রা বানু নামে এক গৃহবধূর সঙ্গেই ওই যুবকের আলাপ হয়। ওই মহিলার বাড়ি কোচবিহারে। এরপর বিভিন্ন সূত্র ধরেই জাহাঙ্গীর আলম কোচবিহারে চলে আসেন কাজ করতে। সেখানে একটি হোটেলে বয়ের কাজ করতে শুরু করে জাহাঙ্গীর। দুই মাস কাজ করার সুবাদে ওই মহিলার সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক বাড়ে। আর তারপরেই এই ঘটনাটি ঘটে।

মৃতের এক দাদা শফিকুল শেখ জানিয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে কোচবিহারের সায়রা বানু নামে এক মহিলার সম্পর্ক হয়েছিল। ওই মহিলা যে বিবাহিত ছিল তা আমার ভাই পরে জানতে পারে। এরপরই সোমবার রাতে ভাইকে ফোন করে ডাকে ওই মহিলা ও তার পরিবারের লোকেরা। মঙ্গলবার সকালে আমরা ভাইয়ের মৃত্যুর কথা জানতে পারি। পুরো বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্ত মহিলা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে কোচবিহার পুলিশের নালিশ জানানো হয়েছে।

মৃত যুবকের পরিবারের আরো অভিযোগ , জাহাঙ্গীরকে খাবারে বিষ মিশিয়েই খুন করা হয়েছে। চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে জাহাঙ্গীরের শরীরে বিষ মিলেছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সন্ন্যাসী কাউরী পাঁশকুড়া ঃ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আযোজন করল শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়। বুধবার বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠে এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আই এফ এ - র রেফারি রনজিত বক্সী। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুরুতে বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেক. গোলাম মোস্তাফা। ১০০ মি. ২০০ মি. দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন , উচ্চ লম্ফন, আলু দৌড়, মোরগ লড়াই সহ বিভিন্ন ইভে-ট ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়া চর্চার প্রসার ঘটাতে, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশ ঘটাতে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আযোজন। সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে এই প্রতি বছরের মতো এ বছরও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আযোজন। এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের গভীর উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল রেফারি রনজিত বক্সী বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে কেবল দৈহিক বিকাশ নয় ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে খেলাধুলার মাধ্যমে। বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মোবাইলের প্রতি আসক্তি বেড়ে যাওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীরা মাঠমুখী হচ্ছে না ছাত্রছাত্রীদের মাঠমুখী করে তুলতে, নিয়মিত খেলাধুলা বা শরীরচর্চা করা উচিত । এটা শিক্ষার একটা অন্যতম অঙ্গ।

হাওড়া দাশনগর আলামোহন দাস স্টেডিয়ামে সর্বভারতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

হাওড়া ঃ অঙ্কুর ক্যারাটে একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত হলো ক্যারাটে মহোৎসব সিজেন ১ম । অংকুর ক্যারাটে একাডেমির কর্ণধর এবং দুই সেনসেই অঙ্কুর এবং মুনমুন চক্রবর্তীর উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা।প্রতিযোগিতায় ওড়িশা, বিহার,ঝাড়খন্ড,মধ্যপ্রদেশ সহ সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিযোগিতারা অংশগ্রহণ করেছেন। ৪০০ র বেশি প্রতিযোগিরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রতিযোগিতারা যারা উইনার হবে তাদের এক লক্ষ টাকা পুরুস্কার দেওয়া হয়েছে।এছাড়া ও উইনররা প্রথম স্টেট লেভেলে খেলার সুযোগ পাবে, স্টেট লেভেল থেকে ন্যাশনাল লেভেলে খেলার সুযোগ পাবে।

বিভিন্ন রাজ্যের সেনসেইরা উপস্থিত ছিলেন।উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ড- সুজয় চক্রবর্তী,

তৃণমূলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই

কলকাতা ঃ তৃণমূলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। নবীন প্রবীণ বিতর্ক সংবাদ মাধ্যমের তৈরী । এনিয়ে আপনাদের ভাবনার কিছু নেই। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় যা বলার বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যা বলার বলেছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে সংঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিন জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শিখা সেনগুপ্ত এই সভার ডাক দেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সন্দেশখালি তৃণমূল নেতা বেতাজ বাদশা শেখ শাহাজান কোথায়?

সন্দেশখালি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের সন্দেশখালি এক নম্বর ব্লকের সরবেড়িয়া আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেজাট থানার আকুঞ্জিপাড়া এখন খবরের শিরোনামে সন্দেশখালি তৃণমূল নেতা বেতাজ বাদশা শেখ শাহাজান কোথায়? চারদিন কেটে যাওয়ার পরে অধরা জানা গেল শেখ সাহাজানের মোবাইল সুইচ বন্ধ তার ভাই শেখ আলমগীর সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তিনি বলেন আমাদের পরিবার ভয় টন্তষ্ট হয়ে রয়েছে ছোট ছোট বাচ্চা কান্নাকাটি করছে স্কুল যেতে ভয় পাচ্ছে। এমনকি গৃহ শিক্ষকরা বাড়িতে আসছে না সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমার পরিবার বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বারবার বলা হচ্ছে শেখ শাহাজান বাংলাদেশে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী তারা পাহারা দেয় তারা দেখুক সিমান্তে পেরিয়ে কিভাবে বাংলাদেশ যাবে, আবার কখনো বলা হচ্ছে তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভাত খাওয়া দাওয়া করছে। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মোবাইল ফোনে মেসেজ আসছে তাহলে তারাই তো সব জানে আমরা কি করে বলবো চলতি মাসে ৫ই জানুয়ারি সেদিনকে আমরা বাড়িতে ছিলাম না হঠাৎ একটি গাড়ি এসে গেটের তালা ভাঙতে শুরু করল ভয় পেয়ে গেছে পরিচারিকা সহ অন্যান্য লোক এই খবর অনুগামীদের কাছে পৌঁছাতে মারধর হেনস্থা ভাঙচুর করেছে এটা কাম্য নয় এটা করা উচিত হয়নি প্রশাসনের উপর আস্থা আছে আইন আইনের পথে চলছে উপযুক্ত তদন্ত করে দোষী সাব্যস্ত হলে তাহলে সাজা পাক কিন্তু যেসব রেশন দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে আদেও শেখ শাহাজান জড়িত নয় কেন এখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মৎস্য চাষের উপর নির্ভরশীল আমরা মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি, যেসব দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে সবই ভিত্তিহীন।

জলাশয় অসাধু প্রোমোটাররা নষ্ট করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে

বর্ধমান ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বড়নীলপুর মোড়ে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। শশাঙ্ক বিল বিস্তৃত যে বনাঞ্চল রয়েছে তার মধ্যে ১২ বিঘা জলাশয় রয়েছে । সেই জলাশয় অসাধু প্রোমোটাররা নষ্ট করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ।পাশাপাশি বর্ধমান শহরের মধ্যেই ১৮ , ২৭ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত জলাশয় বুজিয়ে বিল্ডিং হচ্ছে । এরই প্রতিবাদে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান সংগঠনের জেলার কার্যকরী সভাপতি চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ।

কয়েক হাজার পুণ্যার্থীদের সঙ্গে পূর্ণ স্নান করলেন

কলকাতাঃ বুধবার দিন ভোর সকালে কুয়াশাকে উপেক্ষা করে কয়েক হাজার পুণ্যার্থীদের সঙ্গে পূর্ণ স্নান করলেন দিলীপ ঘোষ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগর কপিলমুনি মন্দিরে কুয়াশা আচ্ছন্ন কুয়াশাকে উপেক্ষা করে কয়েক হাজার পুণ্যার্থীদের সঙ্গে পুণ্য স্নান কপিলমনি মন্দিরে পুজো দিলেন পুন্যার্থীদের সঙ্গে মেদিনীপুরের সংসদ দিলীপ ঘোষ

#HOCKEYINVITES
ENROUTETOPARIS

FIH HOCKEY OLYMPIC QUALIFIERS 2024
RANCHI

FREE ENTRY

FIH HOCKEY OLYMPIC QUALIFIERS RANCHI 2024

MARANG GOMKE JAIPAL SINGH ASTROTURF HOCKEY STADIUM, RANCHI

BEGINS TODAY

13 JANUARY 2024

TODAY'S MATCHES

TIME: 12:00
GERMANY
VS
CHILE

TIME: 14:30
JAPAN
VS
CZECH REPUBLIC

TIME: 17:00
NEW ZEALAND
VS
ITALY

TIME: 19:30
INDIA
VS
UNITED STATES

INDIA

WATCH LIVE ON
sports 18
JioCinema

STADIUM ENTRY
(FOR SPECTATORS)
1000 Hrs Onwards

HEMANT SOREN
Chief Minister, Jharkhand

GLOBAL PARTNERS
NATIONAL PARTNERS
GLOBAL SUPPLIER
NATIONAL SUPPLIERS

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT, JHARKHAND

মোদিঝড় রুখতে হলে...

সম্পাদকীয়

কাঠগড়ায় ইসরায়েলের সঙ্গে পশ্চিমারাও

ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিজে) দক্ষিণ আফ্রিকা মামলা করার পর মামলাটির শুনানি হচ্ছে। এ অবস্থায় ইসরায়েল পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি এই মামলার ইস্যুতে তার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান বন্ধে দ্রুত আদেশ দেওয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা আইসিজেকে অনুরোধ করেছে, যাতে সেখানে এখনই গণহত্যা বন্ধ করা যায়। এ পর্যন্ত গাজায় প্রায় ২৩ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। হাজার হাজার মানুষ এখনো ধসে পড়া ভবনগুলোর নিচে চাপা পড়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। কয়েক লাখ মানুষ গুরুতর জখম হয়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে চলা বোমাবর্ষণে গাজার বেশির ভাগ ভবন ভেঙেচুরে গেছে। সেখানে খাবার ও চিকিৎসাকর্মীদের ঢুকতে না দেওয়ায় মানুষ না খেয়ে ও চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পেশ করা ৮৪ পৃষ্ঠার যে অভিযোগনামা পেশ করা হয়েছে, তাতে দক্ষিণ আফ্রিকা বলেছে, গাজায় হামলা চালানোর মাধ্যমে ইসরায়েল ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদ লঙ্ঘন করেছে। ওই সনদে গণহত্যার সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছিল ঃ কোনো

দেশের বা কোনো জাতির বা কোনো বর্ণের বা কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করাকে গণহত্যা হিসেবে গণ্য করা হবে। ইসরায়েল পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে সমর্থন আশা করছে। কারণ, আইসিজের রায়ের বিষয়ে ইসরায়েলের মতো তাদের মধ্যেও ভয় কাজ করছে। এই দেশগুলো একেবারের খোলাখুলিভাবে ইসরায়েলকে গাজা হামলায় মদদ দিয়েছে এবং তাদের পাঠানো অস্ত্র ব্যবহার করেই গাজার বাসিন্দাদের গণহারে হত্যা করা হচ্ছে। পশ্চিমারা ইতিমধ্যে ইসরায়েলের পক্ষে সাফাই দিতে শুরু করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই মামলার অভিযোগকে বাইডেন প্রশাসনের নেতৃত্বে পশ্চিমারা 'ভিত্তিহীন, সম্পূর্ণ মনগড়া ও বাস্তবতাবিবর্জিত' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের এসব কথাবার্তা পশ্চিমা শ্রোতাদের কাছে খুবই হাস্যকর মনে হবে, যদি তাদের গাজার প্রকৃত খবর জানানো হয়। কিন্তু ইসরায়েল সাংবাদিকদের গাজায় ঢোকার ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে। ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের রিপোর্টিং বন্ধ করতে সেখানে ইতিমধ্যে রেকর্ড সংখ্যক সাংবাদিককে তারা হত্যা করেছে। ভার্জিনিয়াভিত্তিক অ্যাক্সিওস ওয়েবসাইট সম্প্রতি ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি নথি ফাঁস করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ইসরায়েল আশা করছে আইসিজের বিচারকদের ওপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে এই মামলার রায় তাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হবে। ফাঁস হওয়া নথির তথ্য অনুসারে, ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া থেকে বিচারকদের বিরত রাখাই ইসরায়েলের প্রাথমিক লক্ষ্য। ইসরায়েলকে গাজায় হামলা বন্ধ করতে হেগের আদালত যাতে আদেশ দিয়ে না বসে, সে জন্য আদালতের ওপর খুব বেশি চাপ দেওয়া তার জন্য দরকার হয়ে পড়েছে। অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলের কর্মকর্তারা আইসিজের আদালতে যুক্তি তুলে ধরবেন ঃ গাজায় চলমান অভিযানে যেসব হতাহতের ঘটনা ঘটছে, তাকে গণহত্যা বলা যাবে না। তাঁরা বলবেন, গাজায় 'পরিকল্পিতভাবে মানুষের বসবাস অযোগ্য এবং জনপদ নিশ্চিহ্ন হওয়ার মতো পরিবেশ' তৈরি করা হচ্ছে না। ইসরায়েল আইসিজের আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, ইসরায়েল গাজায় অধিক পরিমাণে মানবিক সহায়তা পাঠানোর এবং বেসামরিক মানুষ হতাহতের ঘটনা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা যে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে, তার মুখে ইসরায়েলের যুক্তি উবে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা যে ৮৪ পৃষ্ঠার অভিযোগ জমা দিয়েছে, তার নয়টি পৃষ্ঠাজুড়ে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুসহ ইসরায়েলের শীর্ষ নেতাদের ঘোষণা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরায়েলের সমরমন্ত্রী বেনি গানৎসের উপদেষ্টা গিওরা ইলান্দের বক্তব্য সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। গিওরা বলেছিলেন, ইসরায়েলের লক্ষ্য হলো 'গাজাকে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী করা।' ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেছিলেন, 'গাজায় সর্বোচ্চ ধ্বংস নিশ্চিত করাই' তাঁদের লক্ষ্য। দক্ষিণ আফ্রিকা যত তথ্য প্রমাণ পেশ করেছে, তাতে গাজার গণহত্যাকে আইসিজের পক্ষে খারিজ করে দেওয়া সহজ হবে না।

জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে ভারত বছরটি শুরু করছে। নির্বাচনী লড়াইয়ের চিহ্নরেখা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। লড়াইয়ের একদিকে আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), অন্যদিকে আছে বেশ কয়েকটি বিরোধী দল।

এই বিরোধী দলগুলোর বেশির ভাগই গুচ্ছবদ্ধভাবে কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে আছে।

শশী থারুর
প্রাবন্ধিক

একই সঙ্গে সব বিরোধী দল মিলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (প্রতিটি শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে এই জোটের সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্ডিয়া') নামের একটি জোট গড়েছে।

টানা এক দশক ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিজেপির নীতিসংক্রান্ত ভাষ্য বা বয়ানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির স্লোগান ছিল, 'আচ্ছে দিন আনে ওয়ালে হ্যায়' (সুদিন আসছে)।

২০০১ সাল থেকে গুজরাটের সফল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠা নরেন্দ্র মোদিকে ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবতার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল।

২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপির বয়ান ছিল, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদি ভারতীয় অর্থনীতির খোলনলচে বদলে দেবেন এবং ফি বছর দুই কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সবার জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবেন।

কিন্তু সবার জন্য সমৃদ্ধি আনা তো দূরের কথা, তিনি প্রথম মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর ব্যাংক নোট (এক হাজার টাকার নোট) বাতিলের এমন একটি বিপর্যয়কর ঘোষণা দেন, যার ফলে রাতারাতি ৮৬ শতাংশ ভারতীয় মুদ্রা অচল হয়ে যায়।

নোট বাতিলের অভিঘাতে জনদুর্ভোগ নেমে আসে ও ব্যাপক বেকারত্ব দেখা দেয়। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বয়ান মার খেয়ে যায়। এ কারণে ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপির নতুন একটি বয়ানের দরকার পড়ে।

২০১৯ সালে জাতীয় নির্বাচনের মাস দুই আগে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসীদের হামলায় ৪০ ভারতীয় জওয়ান নিহত হন। ওই ঘটনার পর বিজেপি তাঁর নতুন ন্যারেটিভ বা বয়ান বা ভাষ্য পেয়ে যায়।

নতুন ভাষ্য প্রতিষ্ঠায় বিজেপি জাতীয় নির্বাচনকে 'জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের গণভোট' হিসেবে দেখানোর চেষ্টায় নেমে পড়ে। গুজরাট ইনকরপোরেশনের সিইও হিসেবে মোদি অনেক আগেই পরিচিতি পেয়েছিলেন। এবার তাঁকে ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতিওয়ালা এমন এক পালোয়ান হিসেবে দেখানো হতে থাকল, যিনি পাকিস্তানের হামলা থেকে ভারতকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম।

এরপর পাকিস্তানের সীমানায় একটি

কথিত জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি বহুল আলোচিত ভারতীয় বিমান হামলা মোদির নতুন পালোয়ানধর্মী ভাবমূর্তি দাঁড় করিয়ে দেয়। 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' নামের এই ভারতীয় হামলা ভোটারদের মোদির প্রতি ঝোঁক বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যে বয়ানের জোরে মোদি দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, দ্বিতীয় মেয়াদকালে তিনি তাঁর সেই ভাবমূর্তিও ধরে রাখতে ব্যর্থ হন।

মোদি দিনের পর দিন একধরনের অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে নিজের যে লৌহকঠিন ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন, তা হয়তো অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের মনে ভয় ধরাতে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা চীনকে ঘাবড়ে দিতে পারেনি।

আমরা দেখেছি, চীনের সেনাবাহিনী ভারতের হিমালয় অঞ্চলের সীমান্তে একটু একটু করে ঢুকে একটু একটু করে দখল করে যাচ্ছে।

ওই অঞ্চলে অন্তত ৪৫ বছরের মধ্যে প্রথম ভয়াবহ সংঘর্ষে ২০ ভারতীয় জওয়ানের নিহত হওয়ার ঘটনা মোদির আমলেই ঘটেছে।

সীমান্তের ৬৫টি পয়েন্টে ইতিপূর্বে চীন ও ভারত উভয়ের টহল দেওয়ার সুযোগ ছিল। এর মধ্যে ২৬টি পয়েন্টে ভারতের সীমান্তরক্ষীদের চীন এখন আর ঢুকতে দিচ্ছে না। যেসব জায়গা চীনের বাহিনী দখল করেছে, মোদি তা পুনরুদ্ধার করে সেখানে স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং ২০১৯ সালে মোদি জাতীয় নিরাপত্তার যে বয়ান দাঁড় করিয়েছিলেন, সেটিও এখন গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। ফলে ২০২৪ সালের নির্বাচনের জন্য বিজেপিকে নতুন একটি বয়ান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে হচ্ছে। তার জন্য তারা এখন মোদিকে 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' হিসেবে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে বিজেপি এখন তার মৌলিক নীতির দিকেই ফিরে যাচ্ছে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি আবুধাবিতে প্রথম হিন্দুমন্দির উদ্বোধন করতে যাবেন মোদি। এটিও মোদির হিন্দুত্ববাদী ভাবমূর্তিকে শক্তিশালী করবে। এর পরপরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হতে পারে। এর মাধ্যমে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হবে, বিজেপি একজন হিন্দু বীরের জন্য তৃতীয় মেয়াদে জনগণের সমর্থন চাইছে। বিজেপি প্রথম থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে পরিচিত এবং মোদি নিজে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে একটি কুখ্যাত মুসলিম নিধনকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

ওই ঘটনায় গুজরাটে প্রায় দুই হাজার লোক নিহত হয়েছিলেন, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। ওই দুষ্কর্মের দায় কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য বিজেপি ২০১৪ সালে মোদিকে অর্থনৈতিক নায়ক হিসেবে তুলে ধরছিল।

এক দশকের শাসনকালে মোদি ক্রমবর্ধমানভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের (মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ) আধিপত্য জোরদার করেছেন। স্বাধীনতা লাভের ছয় দশকের বেশি সময় ধরে নানা ধর্মবর্ণের সহাবস্থান ধরে রাখা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে উড়িয়ে দিতে মোদির সরকার একের পর এক উদ্যোগ নিয়েছে।

এখন বিজেপি একজন 'সত্যিকারের হিন্দু' এবং 'জনগণের' প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে মোদিকে চিত্রায়িত করার চেষ্টাকে দ্বিগুণ করছে।

অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে প্রতিষ্ঠিত রামমন্দির ২২ জানুয়ারি মোদি যখন উদ্বোধন করবেন, তখন বিজেপির সেই প্রয়াসটি চূড়ান্ত রূপ পাবে।

রামমন্দির স্থাপন বিজেপির দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং তারা সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। ফলে রামমন্দিরের উদ্বোধন ভারতজুড়ে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় বিজেপির ভক্তসংখ্যা বাড়াবে। এটি বিজেপির হিন্দুত্ববাদকে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে।

এ ছাড়া আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি আবুধাবিতে প্রথম হিন্দুমন্দির উদ্বোধন করতে যাবেন মোদি। এটিও মোদির হিন্দুত্ববাদী ভাবমূর্তিকে শক্তিশালী করবে। এর পরপরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হতে পারে। এর মাধ্যমে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হবে, বিজেপি একজন হিন্দু বীরের জন্য তৃতীয় মেয়াদে জনগণের সমর্থন চাইছে। এ অবস্থায় মোদির ধর্মভিত্তিক দৌড়ে ইন্ডিয়া জোটের শামিল হওয়া উচিত হবে না। বিজেপি যে হিন্দুত্ববাদের সমরাস্ত্রের সজ্জায় সজ্জিত, তার সামনে ধর্মনিরপেক্ষতার যুক্তি দাঁড়াতে পারবে না।

এ কারণে ইন্ডিয়া জোটের উচিত ১৯৯২ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে শিক্ষা নেওয়া। সে সময় বিল ক্লিনটনের প্রচারশিবির থেকে বারবার আমেরিকানদের গত সরকারের (জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের সরকার) নাজুক অর্থনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

ইন্ডিয়া জোটকে যে প্রশ্নগুলো সামনে আনতে হবে, সেগুলো হলো, 'আচ্ছে দিন' এর কী হলো? ফি বছর দুই কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির কী হলো? ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কী হলো?

সুস্থ সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি এবং তরুণ প্রজন্মের গন্তব্য যখন বিদেশ

সালাউদ্দিন আহমেদ

'দোষ কি প্রিন্স মামুন ও লায়লার, না আমাদের কপালের' লেখাটা পড়ে মনে হলো, আমাদের অনেকের কাছেই সুস্থ সংস্কৃতি ও অসুস্থ বা অপসংস্কৃতির ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। শব্দবন্ধ কথার কথা হয়েই থেকে গেছে। মূলত সেই ভাবনা থেকেই এ লেখা।

আদি অনন্তকাল ধরে প্রবহমান সামাজিক রীতিনীতি, আইনকানুন, অনুশাসন, বিনোদন অর্থাৎ সুস্থ মানসিকবৃত্তি, যা মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক, তাই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে মানবকুল ও সমাজকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে চলার পাথেয় দান করে চলেছে। সুতরাং সংস্কৃতি সব সময়ই সুস্থ। আর তার ভুল ব্যবহার, ভুল চর্চা, অযৌক্তিক অন্তঃসারশূন্য জীবনাচরণকে সঠিক বলে প্রচার করার ফলে যা তৈরি হয়, সেটা সংস্কৃতি নয়। যাকে আমরা অপসংস্কৃতি বা অসুস্থ সংস্কৃতি বলে বিফল চিৎকার করছি, এটি প্রচলিত পবিত্র সাংস্কৃতিক ধারাকে কলুষিত করার প্রয়াস যা প্রতিনিয়ত আমাদের ধর্ম, সমাজ ও আপামর মানুষকে পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত করছে।

সংস্কৃতির কাজ কি ক্ষমতার কেরানিগিরি

এখানে সংস্কৃতির অনুষঙ্গগুলোর ভেতরের কিছু বিষয়কে উল্লেখ করছি। এর মধ্যে রয়েছে ধর্ম, সমাজ, সংগীত, নাটক, শিক্ষা, খেলাধুলা ইত্যাদি।

প্রথমে ধর্মের ব্যাপারে আসা যাক। যার যার ধর্ম তার নিজের মতো করে সৎভাবে চর্চা করবে, যা কখনোই ভিন্নমতাবলম্বীদের আঘাত বা কষ্ট দেবে না। আমরা বিশ্বাস করি, কোনো ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থই মানুষ ও সমাজকে ভুল পথে চালিত করে না।

কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে পারি, 'মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ।' সুতরাং ধর্মের সুষ্ঠু ব্যবহার ও চর্চা সমাজকে সৎভাবে চলার নির্দেশনা দেয়। সুস্থ ও সৎ ধর্মাচরণ মানুষ ও সমাজকে সুন্দর, হানাহানিমুক্ত, মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন করে গড়ে তোলে। আর এটাই সংস্কৃতি।

সুস্থ, সুন্দর, সৎ ও শিক্ষিত মানুষ দ্বারা পরিচালিত সমাজ ও তাঁর অনুসারী আপামর মানুষ অধ্যুষিত দেশ, যোগ্য মানুষের মূল্যায়নের নিশ্চয়তা, ন্যায়বিচার এগুলো হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতির আরেক চাবিকাঠি।

আমরা জানি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে। এরা একে অন্যের পরিপূরক। প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার অধিকার আছে। তাই সমাজের প্রতিটি স্তরে শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলেই তাদের হাত ধরে প্রকৃত সংস্কৃতিমান মানুষ সমাজে পাব। আর এটাই সুস্থ সংস্কৃতি।

এবার আসা যাক সংগীতের ব্যাপারে। সংগীতের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে দু চার কথায় তা সম্ভব নয়। অনন্তকাল ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের চিত্তবিনোদনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম সংগীত। সংগীত এক অমোঘ, অবিনাশী আন্তর্জাতিক মাধ্যম, যার ভাষা কোনো প্রতিবন্ধক নয়। সুর ও সংগীতের আবেদন ভাষা জাতিনির্বিশেষে সবার কাছে সমান। আর এটাই সংস্কৃতি।

ওদিকে নাটকের দিকে যদি আমরা তাকাই এটা জীবনের কথা বলে। সমাজের অন্যায় অবিচার ও অনিয়মকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সুন্দর, সুস্থ ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে সরাসরি ভূমিকা রাখে। আর সুন্দর মানুষ ও সমাজ গড়ে তুলতে সবল ও নীরোগ শরীর অনেক প্রয়োজন। কাজেই আমাদের খেলাধুলার গুরুত্ব বোঝা অনেক জরুরি।

আমরা যদি স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকাল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকাল পর্যন্ত মোটামুটি ৩০ বছরের নাটক সিনেমার কথা বলি, তাহলে বলতেই হয় আমরা অনেক কম সুযোগ সুবিধার মধ্যে থেকেও অসাধারণ সব প্রযোজনা পরিচালনা দেখেছি। কিন্তু এখন কী দেখি? সস্তা, স্থূল, মেধাহীন, ভাঁড়ামি, যৌন সুড়সুড়িমূলক কিছু নির্মাণ, যা আমাদের সমাজকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এটাই অপসংস্কৃতির চূড়ান্ত নিদর্শন।

এবার আসব এসব বিষয়কে কীভাবে কলুষিত করে আমাদের প্রচলিত সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে, যাকে আমরা অসুস্থ সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে নীরবে সহ্য করছি।

ধর্মকে কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নোংরা স্বার্থে ব্যবহার করে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে হিংসা ও স্বার্থপরতার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের মধ্যকার ব্যবধান বাড়িয়েই চলেছি। এ কারণে মানবিক গুণাবলিবিবর্জিত এক অসহায় মানবসমাজ সৃষ্টি হচ্ছে, যা শুধু ধ্বংসকেই আহ্বান জানাচ্ছে। এটাই অপসংস্কৃতি।

শিক্ষিত, যোগ্য, গুণী ও সৎ মানুষের সঠিক মূল্যায়ন কি আমরা সমাজে করতে পারছি? তাঁদের যোগ্য মর্যাদা দিয়ে যোগ্য স্থানে আসীন করাতে পারছি? তাঁদের কর্মকাণ্ড ও দিকনির্দেশনা মাথায় রেখে সমাজ পরিচালনা করতে পারছি? প্রশ্নগুলোর উত্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'না'। আর এটাই অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক। সমাজ অন্ধকারে ডুবে যায় এ কারণেই।

আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রথম কথাই হলো 'পড়ো'। সুতরাং বলা যেতেই পারে, শিক্ষা ছাড়া মানুষ তৈরি হয় না, তৈরি হয় না সুস্থ সমাজ। কিন্তু আমরা তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত সুশিক্ষার আলো আদৌ পৌঁছে দিতে পারছি কি? এ ব্যর্থতাই অসুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রচারে ভূমিকা রাখছে।

ওদিকে অসুস্থ, প্রশিক্ষণবিহীন, প্রচলিত ধারাবিরোধী সংগীত ও তাঁর অযৌক্তিক অতিমূল্যায়ন আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে আরও অনেক অনেক বছর। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সংগীত ও শিল্পীদের অবমূল্যায়ন করে ভয়ংকর এক সাংস্কৃতিক আবহে ডুবে যাচ্ছি, যা অপসংস্কৃতির চরমতম নিদর্শন। প্রকৃত সংগীত, প্রশিক্ষিত শিল্পী ও দেশীয় সংগীতধারা মূল্যায়ন না করে আমরা (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া) আমাদের সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করছি।

জানা অজানা

আপনাকে কেউ পছন্দ করে না?

সময় এখন নিজেকে ভালোবাসার। ব্যস্ততা, নগরায়ণ আর ছুটে চলার এ যুগে এখন আমাদের প্রিয় গানের লাইন 'একা বেঁচে থাকতে শেখো প্রিয়'। কিন্তু চাইলেই কি মানুষ একা হতে পারে? পারে না। পারে না বলেই এখনো আমরা বিকেলের আড্ডায় মানুষ খুঁজি, এখনো আমরা সুযোগ পেলেই আড্ডায় মানুষের সঙ্গ খুঁজি, স্মার্টফোনে হুট করে আসা মেসেঞ্জারের টুংটাং শব্দ এখনো আমাদের কাছে মধুর।

তবে সবার আবার এই ভাগ্য হয় না। আমি বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, তাঁরা একা। ভয়ংকর রকমের একা। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে তাঁদের কোনো বন্ধু নেই, কেউ তাঁদের পছন্দও করে না। মানুষ অনেক কারণেই পছন্দ না করতে পারে। কারণগুলো সব সময়ই যে যৌক্তিক, তা'ও নয়। যেমন অনেক সময়ই আত্মবিশ্বাসী থাকা বা সফল হতে থাকাটাও আপনাকে মানুষের কাছে অপ্রিয় পাত্রে পরিণত করতে পারে। আবার অনেক সময় সত্য কথা বলা বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণেও আপনার কাছের লোকজন আপনার ওপর বিরক্ত হতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে আপনার কিছু করার নেই, কিছু করার প্রয়োজনও নেই। আপনার সফলতা, আপনার ন্যায়পরায়ণতা যাঁদের কাছে আপনাকে অপ্রিয় করে তোলে, তাঁদের কাছে নিজেকে প্রিয় করে তোলার কোনো প্রয়োজনও নেই। কিন্তু আশপাশের সব মানুষই যদি আপনাকে অপছন্দ করে বা আপনার সঙ্গ এড়িয়ে চলতে চায়, তখন মানুষের থেকে চোখটা নিজের দিকে ফেরাতে হবে। খেয়াল করে দেখতে হবে, যে কারণগুলো থাকলে মানুষ মানুষকে পছন্দ করে না, সেই কারণগুলো আপনার মধ্যেই আছে কি না। গোমড়ামুখোদের কেউ পছন্দ করে না। আপনি যদি সব সময়ই মানুষের সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথা বলেন, তবে বেশির ভাগ মানুষই আপনার সঙ্গে সহজ হতে পারবে না। হাসিমুখ যেমন আপনাকে আরেকজনের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে, গোমড়া মুখ তেমনি মানুষের কাছে আপনাকে ভীতিকর, নেতিবাচক আর জটিল একটা চরিত্র হিসেবে তুলে ধরে।

সাময়িকী

স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্ম ও ভারতবর্ষ কে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঃ স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

যুবকদের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শেখর দে

মাতাজী আশ্রম হাতাতে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্ম জয়ন্তী সহ রাষ্ট্রীয় যুব দিবস ধুমধামের সাথে পালন করা হলো

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

মাতাজী আশ্রম হাতাতে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী সহ রাষ্ট্রীয় যুব দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সাথে পালন করা হলো। প্রথম চরণে সকাল ৯ টায় স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পূজা করা হলো।সকাল ১০ টায় বিবেকানন্দ সংগীত ও ভজন প্রস্তুত করা হলো।সংগীত পরিবেশন করলেন সুনীল কুমার দে,লোচনা মণ্ডল,সুজতা মরল,সহদেব মণ্ডল,ভাস্কর দে,তড়িৎ মণ্ডল,মুকুল মণ্ডল,ভাস্কর মৌলিনা মণ্ডল,রেবা গোস্বামী প্রমুখ।দ্বিতীয় চরণ বেলা ১১ টায় আলোচনা সভা শুরু হলো।এই উপলক্ষে সভাতে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ জামশেদপুরের সোমেশ্বরানন্দ মহারাজ,সম্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী উদয়ানন্দ মহারাজ, জামশেদপুরের পূর্ব সিভিল সার্জেন ডাক্তার অরবিন্দ কুমার লাল,জামশেদপুরের বিশিষ্ট শিল্প পতি ও সমাজ সেবক শেখর দে,বিশিষ্ঠ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বিধায়ক মেনকা সরদার,জিলা পরিষদ সুরজ মণ্ডল,পূর্ব জিলা পরিষদ করুণাময় মণ্ডল,মুখিয়া দেবী কুমারী,দুঃখনি মাই সরদার,সমাজ সেবক মনোজ,রামগড় আশ্রমের অধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর মিশ্র প্রমুখ।প্রথমে চন্দন লাগিয়ে অতিথীদের বরণ করা হলো।তারপর মুখ্য অতিথি স্বামী সোমেশ্বরানন্দ মহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতীকৃতিতে মাল্যদান ও ধুপ দীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের শুভ উদবোধন করলেন।সুনীল কুমার দে স্বাগত ভাষণ দিলেন।কমল কান্তি ঘোষ স্বামীজীর গান গেয়ে উদ্বোধন করলেন।কৃষ্ণ পদ মন্ডল স্বামীজীর বাণী পাঠ করে শুনালেন।শিক্ষাবিদ শঙ্কর চন্দ্র গোপ স্বামীজীর মহান জীবনের উপর আলোক পাত করলেন।ডাক্তার অরবিন্দ কুমার লাল,শেখর দে,সুরজ মণ্ডল,সুধাংশু মিশ্র,মনোজ কুমার সরদার,পূজা মাহাতো,দুলাল মুখার্জি সবাই স্বামীজীর আদর্শ কে মেনে চলার জন্য যুবকদের আহ্বান জানালেন।মুখ্য অতিথি স্বামী সোমেশ্বরানন্দ বললেন,,স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের দরবারে সনাতন হিন্দু ধর্ম ও ভারত বর্ষ কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।মাননীয় শেখর দে বললেন,,স্বামী বিবেকানন্দ যুবকদের আদর্শ।স্বামীজীর পথে চলে আজকের যুব সমাজ নুতন দিশা খুঁজে পাবে।স্বামীজী ভারত আত্মা,নব জাগরণের দূত, স্বয়ং ভারত বর্ষ।স্বামীজী কে বাদ দিয়ে আমরা দেশের কথা ভাবতে পারি না।দুই শিশু শিল্পী দীপ সাহু ও অরিত্রা মণ্ডল কবিতা শুনিয়ে সবার মন জয় করলেন।সভাতে করুণাময় মণ্ডল ও ভবতরণ মণ্ডল স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন।সভাপতির ভাষণ দিলেন রঘুনন্দন ব্যানার্জি।তারপর অতিথিদের হাত দিয়ে পূর্বে আয়োজিত আল্পনা,মেহেদী,শঙ্খধ্বনি, রচনা,আবৃত্তি,সংগীত,বসে আঁকো ও ভাষণ প্রতিযোগিতার সফল প্রতিভাগিদের পুরস্কৃত করা হলো।এই পুরস্কার সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদ জামশেদপুরের পক্ষ থেকে দেওয়া হলো।সভার শেষে বিশ্বামিত্র খন্দায়েত মণ্ডল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।সভা সঞ্চালন করলেন রাজ কুমার সাহু।বেলা ১২ টায় ঠাকুরের ভোগ,আরতি,পুষ্পাঞ্জলি হোম হলো।বেলা এক টায় মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হলো।অনুষ্ঠানের তৃতীয় চরণ শুরু হলো বেলা দুটোয়।হরগৌরি মাহাতো দ্বারা সঞ্চালিত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর উপর আধারিত প্রশ্ন উত্তর প্রতিযোগিতা করা হলো।সফল উত্তর দাতাদের পুরস্কৃত করা হলো।তারপর বিবেকানন্দ সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো যেখানে বিদ্যালয়ের ছেলেরা ভাগ নিলো ও তাদের পুরস্কৃত করা হলো।তারপর বিভিন্ন স্কুলের ছেলে মেয়েরা আকর্ষণীয় সংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিবেশন করে শ্রোতাদের খুব আনন্দ প্রদান করলো।বেলা ৪ টায় অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হলো।এই উপলক্ষে মোহিতোষ মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,বীরেন মণ্ডল,মুকুল মণ্ডল,রবি দাস,দুলাল মুখার্জি,সন্তোষ মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,কাজল মণ্ডল,বিমল মণ্ডল,তুষার মণ্ডল,পঙ্কজ মণ্ডল,সাধনা ব্যানার্জি,হীরা লাল দে,কুন্তী মণ্ডল, স্বপন মণ্ডল,স্বপন কুমার মণ্ডল,স্বপন দে, ইরা পালিত,মনী পাল,অজিত সরদার,হেম চন্দ্র পাত্র,সনৎ মণ্ডল,পঙ্কজ মণ্ডল,কৃষ্ণ গোপ,বলরাম গোপ,কমল মিশ্র,বকুল মিশ্র,সিয়া মিশ্র,সুধাংশু মিশ্র,বিনোদ জ্যোতিষী,সুধান্না জ্যোতিষী,ঝর্ণা সাহু,তনুশ্রী সাহু,ভজন বিশ্বাস,অর্জুন মুদি,তরুণ দে,অমিত মণ্ডল,নয়ন মণ্ডল,ভাস্কর দে,সনাতন মাহাতো,দিলীপ মাহাতো, দে,লোচনা মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,সুজাতা মোড়ল,বেবি মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,চিনু মা,অঞ্জলি মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,সাবিত্রী গোপ,বীথিকা মণ্ডল,সাধনা ব্যানার্জি,রেবা গোস্বামী, বিশ্বাস,স্বপন কুমার,তপন মণ্ডল,তপন কুমার মণ্ডল,অমল বিশ্বাস, চঞ্চল হালদার,সূর্য্য কর,সঞ্জয় সাহু,কবিতা মাহাতো,অঞ্জনা সাহু,শক্তি রজক ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের ছেলে মেয়ে,শিক্ষক,শিক্ষিকা,ভক্তগন মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের ৩৯ লক্ষ মহিলাকে লাখপতি বাইদেও হিসাবে রূপান্তর করতে মহিলা উদ্যোমিতা প্রকল্পের অধীনে শর্তসাপেক্ষে ৩৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

প্রথম বছর ১০০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বছর ২৫ হাজার টাকা পাবেন মহিলারা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডার উপস্থিতিতে গুয়াহাটি মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত দলের কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গতকাল বলেছিলেন সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের নতুন করে ঘরোয়া ব্যবসা শুরু করার জন্য নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। অবশেষে তিনি এক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন। মূলত রাজ্যের ৩৯ লক্ষ মহিলাকে লাখপতি বাইদেও হিসাবে রূপান্তর করতে মহিলা উদ্যোমিতা প্রকল্পের অধীনে শর্তসাপেক্ষে ৩৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গতকাল ইতিমধ্যে এই বিষয়টি উল্লেখ করার পর বৃহস্পতিবার এর সবিস্তার তথ্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি মহানগরের অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠক তিনি বলেন রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ৩৯ লক্ষ মহিলা আত্ম সহায়ক গ্রুপের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তাছাড়া শহরাঞ্চলে আত্ম সহায়ক গ্রুপের সঙ্গে রয়েছেন ৩ লক্ষ মহিলা। এবার গ্রামাঞ্চলে আত্ম সহায়ক গ্রুপের সঙ্গে জড়িত থাকা মহিলাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর মহিলা উদ্যোমিতা নামে একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে চলেছে সরকার। মহিলাদের উদ্যোগী হিসাবে গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যে। এই প্রকল্পের অধীনে মহিলাদের তিনটি পর্যায়ে আর্থিক সাহায্য করা হবে।

তিনি বলেন প্রথম পর্যায়ে মহিলাদের বিজনেস প্ল্যান অর্থাৎ ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হবে। যেকোনো ধরনের ঘরোয়া ব্যবসা এর মধ্যে থাকতে পারে। ডিম মুরগি, মৌমাছি ক্ষুদ্র দোকান ইত্যাদি ব্যবসার পরিকল্পনা তারা প্রস্তুত করবেন। অথবা যেই গ্রুপে মহিলারা রয়েছেন সেই গ্রুপের ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। এই বিজনেস প্ল্যান এবং ফরম ফিলাপ করে সরকারের কাছে জমা দিলে সরকার প্রথম বছর ১০ হাজার টাকা করে তাদের ব্যাংকের একাউন্টে জমা করে দেবে। অর্থাৎ ৩৯ লক্ষ মহিলা ১০০০০ টাকা করে ৩৯০০ কোটি টাকা পাবেন। তবে এই প্রকল্পের হিতাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত থাকবে। সেই শর্তগুলো পূরণ হলে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকেই এই টাকা নিজেদের ব্যাংক একাউন্টে পেয়ে যাবেন বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ব্যবসা করতে ইচ্ছুক মহিলারা এই সংক্রান্তে সময় দিতে পারবে কিনা সেটাও চিন্তা ভাবনা করছে সরকার। যাতে সরকারে দেওয়া টাকা অপচয় না হয়। এক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে সাধারণ শ্রেণী এবং ওবিসি মহিলাদের তিনটির থেকে বেশি সন্তান থাকতে পারবে না। তবে কারো যদি চারটি সন্তান থাকে তাহলে সেই মহিলা এই প্রকল্পের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কিন্তু ওবিসি হওয়া সত্ত্বেও মরাণ, মটক এবং চা জনগোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য চারটি সন্তানের ক্ষেত্রে বাধা থাকবে না। তাছাড়া উপজাতি, তফসিলি উপজাতির মহিলাদের জন্য চারটি সন্তানের ক্ষেত্রে ছাড় থাকবে। তিনি বলেন সামাজিক ন্যায় ব্যবস্থা শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতে হিতাধিকারী মহিলারা সরকারকে দুটো প্রতিশ্রুতি লিখে দিতে হবে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাড়িতে মেয়ে সন্তান থাকলে তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে হবে। যদি তিন বছরের মেয়ে সন্তান থাকে তাহলে তিন বছর পর মেয়ের ছয় বছরে তাকে বিদ্যালয়ে নাম ভর্তি করাতে হবে বলে আগাম লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তাছাড়া তিনটি সন্তান থাকলে এর বেশি সন্তান হবে না সেটাও লিখিত প্রতিশ্রুতি মহিলাদের দিতে হবে বলে জানান তিনি। তাছাড়া অমৃত বৃক্ষ রোপন কার্যসূচিতে যে দুটি গাছ পুলি রোপন করা হয়েছিল সেই দুটি বর্তমান রয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হবে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন প্রথম পর্যায়ে ১০০০০ টাকা করে পাওয়ার পর মহিলারা সেই টাকার মাধ্যমে ব্যবসা করছেন কিনা সেটা দ্বিতীয় পর্যায়ের টাকা দেওয়ার আগে খতিয়ে দেখা হবে। যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে মহিলাদের ব্যাংকের সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হবে। ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে মহিলারা পাবেন ১২৫০০ টাকা। সেই টাকা পরবর্তীকালে ব্যাংকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া সরকার থেকে মহিলারা পাবেন ১২৫০০ টাকা। তবে সরকার থেকে পাওয়া এই আর্থিক সাহায্য মহিলাদের ফিরিয়ে দিতে হবে না বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন একই দিনে এক্ষেত্রে ফরম বিলি করা হবে। গ্রামের পঞ্চায়েত কার্যালয়ে শুধুমাত্র একদিন ফরম পাওয়া যাবে। সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে নানা ধরনের দুর্নীতি এবং দালাল গতিবিধির নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে সরকার এই ব্যবস্থা করেছে। একদিনে ফর্ম নিয়ে এক মাস কিংবা ৪৫ দিন পর সেটা জমা দিতে হবে। ১৯ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এই প্রপত্র পাওয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন ১৮ জানুয়ারি উজান অসমের বিভিন্ন জেলায় এই ফর্ম বিলি হবে। একইভাবে ১৯ জানুয়ারি বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জেলায়, ২১ জানুয়ারি কামরূপ মহানগর কামরূপ সহ বিভিন্ন জেলায় জেলায়, ২২ জানুয়ারি ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া মানকাচাড় ইত্যাদি জেলায় এই ফর্ম বিলিয়ে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান ফর্ম ফিলাপ করতে তথা মহিলাদের এক্ষেত্রে সবিস্তার জানানোর উদ্দেশ্যে মহিলাদের প্রশিক্ষিত করতে গ্রামেই প্রশিক্ষণ শিবির, ওয়ার্কশপ গ্রামে আযোজন করা হবে। বিভিন্ন কারণে এর মধ্যে ৪ লক্ষ মহিলা বাদ পড়ে যাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। অবশেষে প্রায় ৩৫ লক্ষ মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর মহিলা উদ্যোমিতা প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারবেন বলে মনে করছেন তিনি। এর জন্য সরকারের ব্যয় হবে ৩৫০০ কোটি টাকা। তবে সরকারের বাজেটে ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ করা রয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রকল্পের সবিস্তার বিষয়ের উপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের নতুন ১০ লক্ষাধিক রেশন কার্ড বিতরণ করা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

এর মাধ্যমে নতুন করে রাজ্যের ৪২৮৫৭৪৫ ব্যক্তি রেশন কার্ডের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে রেশন কার্ড ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চলেছে সরকার। রেশন কার্ডের মাধ্যমে জনপ্রতি শুধুমাত্র ৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে না। বরং রেশন কার্ড থাকলে প্রতি জন ব্যক্তি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বাবদ আয়ুষ্মান কার্ডের সুবিধা পাবেন। উজ্জলা গ্যাস যোজনা অধীনে ২০০ টাকা কম মূল্য গ্যাসের সিলিন্ডার পাবেন। এমনকি পরবর্তীকালে প্রতিজন রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিদের অরুণোদয় প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন একই রেশন কার্ড ধারী ব্যক্তিদের মৃত্যু এবং দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বীমার ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া রেশন কার্ড ধারী কৃষক থাকলে ভবিষ্যতে তিনি কৃষক সম্মান নিধির সুবিধা, রেশন কার্ডের মাধ্যমে পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বাৎসরিক চার লক্ষ টাকা উপার্জনকারী ব্যক্তিদের বর্তমান রেশন কার্ডের আওতায় নিয়ে এসেছে সরকার। এমনকি এর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত চতুর্থ বর্গের সরকারি কর্মচারীও রয়েছেন। তিনি বলেন বর্তমান রাজ্যে মোট ৫৬ লক্ষ রেশন কার্ড থাকা বাড়ি রয়েছে। এবার নতুন করে এক্ষেত্রে আরো ১০৭৩৪৭৯ রেশন কার্ড বিতরণ করার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। হলে সব মিলিয়ে রাজ্যে রেশন কার্ডের সংখ্যা হবে ৬৬ লক্ষাধিক। তাছাড়া জনপ্রতি রেশন কার্ডের সুবিধা ভোগ করা ব্যক্তিদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ২ কোটি ৩২ লক্ষ। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার অসমের জন্য মোট ২ কোটি ৫২ লক্ষ ব্যক্তিদের রেশন কার্ডের আওতায় আনার ক্ষেত্রে অনুমোদন জানিয়েছে। এবার রেশন কার্ড দেওয়ার পর রাজ্য সরকার এর মধ্যে ২ কোটি ৩২ লক্ষ ব্যক্তিদের এর আওতায় নিয়ে আসবে। পরবর্তীকালে বাকি থাকা ২০ লক্ষ ব্যক্তিকেও এর অধীনে আনা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। নতুন করে রেশন কার্ড পাওয়া ব্যক্তিরা ২৫ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বরাদ্দ চাল দোকানে পেয়ে যাবেন। রেশন দোকানগুলোতে ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এর আগে ১০ লক্ষ রেশন কার্ড বিতরণ হলে হিতাদিকারীর সংখ্যা হতো ৬০ লক্ষ। কিন্তু এবার ১০ লক্ষ রেশন কার্ডের বিপরীতে এর অধীনে এসেছে প্রায় ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে বহু মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিবার রয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে এক্ষেত্রে জনসংখ্যার এক ইতিবাচক প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে অসম বর্তমান স্থিতিশীল হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান আগামী ১৬ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি স্বয়ং এবং রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরা নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রের থেকে এই রেশন কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করবেন। তিনি স্বয়ং জালুকবাড়ি কেন্দ্রে, রঞ্জিত দাস বরপেটা জেলায়, পরিমল শুক্লবৈদ্য ধলাই বিধানসভা কেন্দ্রে, রণোজ পেগু ধেমাজি বিধানসভা কেন্দ্রে, কেশব মহন্ত কলিয়াবর কেন্দ্রে প্রমুখ সেদিন রেশন কার্ড নিজের হাতে বিচরণ করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা ঘিরে রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত অসম সফরকে পর্যটন বলে আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং ভোগালী বিহুতে ব্যস্ত রাজ্যবাসী রাহুল গান্ধীর ভাওনা দেখতে যাবেন না

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাহুল গান্ধীর অসমে প্রস্তাবিত ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আচমকা রাজ্যে পর্যটকদের পরিসংখ্যার তালিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন ২০২২ সালে অসমে ৪৪ লক্ষ পর্যটক এসেছেন। ২০২৩ সালে পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ৬৭ লক্ষ। ফলে এবার রাহুল গান্ধী হিসেবে রাজ্যে যদি আরো পর্যটক আছেন তাহলে আপত্তি কোথায় বরং এটা রাজ্যের জন্য ভালো বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন একদিকে রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার উৎসব সমাগত। অন্যদিকে রাজ্যে বর্তমান ভোগালী বিহুর মরশুম। ফলে এই পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধীর ভাওনা দেখতে রাজ্যবাসী যাবেন না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা আগামী ১৪ জানুয়ারি মনিপুরের ইম্ফল থেকে শুরু হয়ে অন্ত পড়বে মুম্বাইয়ে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা অসমের শিবসাগর জেলার আমগুড়িতে প্রবেশ করবে ১৮ জানুয়ারি। উজান অসম থেকে নিম্ন অসম পর্যন্ত মোট ৮ দিন ধরে রাজ্যে অব্যাহত থাকবে এই যাত্রা। এক্ষেত্রে অসমের ৮৩৩ কিলোমিটার পথ যাত্রা করে ২৫ জানুয়ারি রাজ্যে এই যাত্রা শেষ করে অসম থেকে বেরিয়ে যাবেন রাহুল গান্ধী। তবে ন্যায় যাত্রাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এক্ষেত্রে নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়াও সভাপতি ভূপেন বরা এর জন্য ২৭ টি সাব কমিটি গঠন করেছেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা সংক্রান্তে প্রশাসন অনুমতি দিচ্ছে না বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি মহানগরের অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে তিনি বলেন রাহুল গান্ধীর যাত্রা ঘিরে কংগ্রেস আজ পর্যন্ত সরকার থেকে কোনো ধরনের অনুমতি চায়নি। অনুমতির জন্য আবেদন জানালে অনুমতি অবশ্যই দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন লক্ষ লক্ষ পর্যটক অসমে আসছেন। এবার আরো যদি কয়েকজন পর্যটক রাজ্যে আসেন তাহলে সেটা অসমের জন্য ভালো খবর। এখানে কোনো ধরনের সংঘাত নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অনুমতি চাইলেই সেটা দেওয়া হবে। এমনকি তারা চাইলে ময়দান স্টেডিয়াম কৃষি জমি যেখানে খুশি থাকতে পারেন। তবে বিদ্যালয়ে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না। সেখানে ক্লাস চলতে থাকলে কিভাবে বিদ্যালয়ে থাকার অনুমতি দেওয়া যাবে। তবে রবিবার হলে বিদ্যালয় কিংবা মহাবিদ্যালয়ের ময়দান ব্যবহার করতে পারা যাবে। মূলত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এবং গুয়াহাটি মহানগর ছাড়া সব জায়গার অনুমতি তাদের থাকবে। কিন্তু এই দুটি বিষয়ে ছেড়ে দিতে হবে। এমনকি বিজেপিও এটা বাদ দিয়ে থাকে। গুয়াহাটি মহানগর ভিতর দিয়ে মিছিল কিংবা যাত্রা করলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হবে। জিএমসিএইচ কিংবা অন্যান্য হাসপাতালে আসা যাওয়া করা এম্বুলেন্সের চলাচলে বাধার সৃষ্টি হবে। তবে মহানগরের ভিতর দিয়ে যেতে চাইলে সকাল আটটার মধ্যে সেটা শেষ করতে হবে। তবে মহানগরের জাতীয় সড়কের মাধ্যমে এই যাত্রা যাবার ক্ষেত্রে সরকারের কোনও আপত্তি নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মহানগরের ভিতরে বিজেপি দলকেও মিছিল করতে অনুমতি দেওয়া হয় না বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন কৃষি জমিতে থাকতে পারেন সেটাতে কি আপত্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন বলে কংগ্রেসের অভিযোগ খন্ডন করে তিনি বলেন প্রযোজন পড়লে সেই কৃষি জমি কেটে সমান করে দেওয়া হবে। ন্যায় কিংবা অন্যায় যেকোনো পর্যটনের ক্ষেত্রে অসম স্বাগত জানাবে। সরকারের এটাই স্থিতি। পর্যটকদের রাজ্যে স্বাগত জানানো তবে রাজনৈতিকভাবে বিজেপি যেই প্রতিক্রিয়া দেওয়ার সেটা দেবে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কিছু বলার নেই। যারা সরকার থেকে অনুমতির জন্য আবেদন জানাবে সরকার অনুমতি দেবে। এমনকি তিনি স্বয়ং এদিন মুখ্য সচিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কংগ্রেস কোনো ধরনের অনুমতি চেয়েছে কিনা। মুখ্য সচিব বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কংগ্রেস এমনিতেই হুলুস্তল পরিবেশের সৃষ্টি করছে অথচ সরকার এই যাত্রার রুট পর্যন্ত জানে না। সরকারকে না জানালে সরকার জানবে কিভাবে এই প্রশ্ন করেছেন তিনি। এমনকি রাহুল গান্ধী আদৌ আসবেন কিনা সেটাও সরকার অজানা। তবে কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী তাকে যদি গামছা পড়াতে যেতে হয় রাহুল গান্ধীও তাকে উল্টো গামছা পড়াতে হবে বলে হাসিমুখে শর্ত আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টুকরো খবর

ক্রিপ্টোজগতে যুগান্তকারী ঘটনা, অনুমোদন পেল বিটকয়েন ইটিএফ

কলকাতা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) গতকাল বুধবার ইটিএফের মাধ্যমে বিটকয়েনে বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীরা এখন থেকে প্রথাগত বিনিয়োগ মাধ্যমে বিটকয়েনে বিনিয়োগ করতে পারবেন। রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, এই অনুমোদন ক্রিপ্টেকারেন্সির জগতে যুগান্তকারী ঘটনা। তবে এই অনুমোদন খুব সহজে দেওয়া হয়নি। সেই ২০১৩ সাল থেকে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানিগুলো ইটিএফের মাধ্যমে বিটকয়েনে অনুমোদন লাভের চেষ্টা করছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি বিটকয়েনের বাজার নিয়ন্ত্রণের অভাবজনিত কারণে এত দিন অনুমোদন দেয়নি। এরপর ২০২৩ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের এক আদালতের নির্দেশে বলা হয়, এসইসি ভুল কারণ উল্লেখ করে গ্রেস্কেল ইনভেস্টমেন্টসের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। আদালত গ্রেস্কেলের পক্ষে রায় দিয়ে এসইসিকে তাদের আবেদন পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল এ অনুমোদন দেয় এসইসি। গতকাল গ্রেস্কেলের পাশাপাশি আদালত এআরকে ইনভেস্টমেঃট, ব্ল্যাকরক ও ফিডেলিটির আবেদন অনুমোদন করেন। উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর ইটিএফসমর্থিত বিটকয়েন নাসডাক, নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ ও সিবিওইর মতো বড় বড় স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত হবে। ফলে যে বিনিয়োগকারীরা পরিচিত প্ল্যাটফর্মে লেনদেন করতে অভ্যস্ত, তাঁদের জন্য বিনিয়োগ করা সুবিধাজনক হবে। এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড বা ইটিএফ একধরনের বিনিয়োগ, যা সহজেই স্টক মার্কেটে লেনদেন করা যায়। একটি নির্দিষ্ট স্টক, পণ্য বা সিকিউরিটিসের সরাসরি মালিকানার পরিবর্তে বিনিয়োগকারীরা ইটিএফ কিনতে এবং ধরে রাখতে পারেন, যা আবার সম্পদমূল্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। ইটিএফ বিটকয়েনের দাম পর্যবেক্ষণ করবে, ফলে যারা বিটকয়েনের দাম সম্পর্কে অনুমান করতে চায়, তারা বিটকয়েনের মালিকানা ছাড়াই তা করতে পারে। প্রশ্ন হলো, কেন মানুষ সরাসরি বিটকয়েন কিনবে না। বাস্তবতা হলো, মূলধারার সিংহভাগ বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীর জন্য বিটকয়েন ও ক্রিপ্টোকারেন্সি এখনো খুব ঝুঁকিপূর্ণ। বিটকয়েনে লেনদেনের নিয়মকানুন এখনো অস্পষ্ট। পাশাপাশি বিটকয়েনের মালিকানা কিনতে প্রয়োজন বিটকয়েন ওয়ালেট, ক্রিপ্টোর সঙ্গে অপরিচিত মানুষের জন্য যা এখনো রীতিমতো ভীতিকর। ইটিএফ এ ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত পক্ষ। তাদের দ্বারা এটি পরিচালিত হতে পারে। বিটকয়েন ইটিএফ ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতার একটি নতুন মাত্রা নিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এসইসির অনুমোদনের অর্থ হলো, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বিটকয়েনে ব্যবসা ও বিনিয়োগ করতে পারবেন। এর মাধ্যমে এখন সহজেই টেসলার শেয়ার, ইউএস বন্ড, সোনা, তেল বা অন্য কোনো ঐতিহ্যবাহী সম্পদে বিনিয়োগ ও তা বিনিময় করা যাবে। এদিকে চলতি বছরের শুরু থেকেই বিটকয়েনের দাম বাড়ছে বাড়ছে অন্যান্য ক্রিপ্টোর দামও। গত ২২ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে পৌঁছেছে বিটকয়েন। বুধবার সকালের হিসাবে তা ৪৬ হাজার ডলার পেরিয়ে গেছে। বিটকয়েনের দাম ২০২২ সালের এপ্রিলের পর প্রথমবার এ পর্যায়ে উঠল। এর আগে ২০২১ সালের নভেম্বরে বিটকয়েনের দাম ৬৯ হাজার ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় উঠেছিল। ফলে ক্রিপ্টো এখনো সর্বোচ্চ স্তর থেকে অনেক দূরে। যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিটকয়েন ইটিএফ অনুমোদন করতে পারে, এ আশায় বছরের শুরু থেকেই বিটকয়েন ঊর্ধ্বমুখী। এ অনুমোদনের পর তা আরও বাড়বে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

ইয়েমেনে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের হামলা শুরুর পর বাড়ছে তেলের দাম

রিয়াদ ঃ লোহিত সাগরে আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় চলাচলকারী জাহাজের ওপর হামলার প্রতিশোধ হিসেবে ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের ব্যবহৃত এলাকাগুলোয় আজ শুক্রবার ভোরে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, কানাডা ও নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতায় এই হামলা চালানোর কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেঃট জো বাইডেন। তারপরই বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ২ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেড়ে ৭৯ দশমিক ২৫ ডলার হয়েছে। অন্যদিকে ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ২ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে ৭৩ দশমিক ৮৬ ডলারে দাঁড়িয়েছে। ডাইওয়া ক্যাপিটাল মার্কেটের হেড অব ইকোনমিক রিসার্চ ক্রিস সিক্লুনা রয়টার্সকে বলেন, আজ সকালে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম পরিমিতভাবে বেড়েছে। যদিও তা এখন পর্যন্ত ৮০ ডলারের নিচে আছে। তবে মূল্যস্ফীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বেগ তৈরি করবে না। তার কারণ মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক কিছু ঘটবে না বলেই তিনি মনে করেন। গাজায় হামাসের সমর্থনে গত বছরের অক্টোবরের মাঝামাঝিতে সুয়েজ খালের দক্ষিণ অংশ দিয়ে যাতায়াত করা বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা শুরু করেন ইয়েমেনের ইরানপন্থী হুতি বিদ্রোহীরা। জাহাজগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের সংযোগ রয়েছে বলে বিশ্বাস তাঁদের। ইয়েমেনের কয়েকটি শহরে আজ ভোরে হামলা হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন দেশটির হুতি বিদ্রোহীরা। হুতি কর্মকর্তা আবদুল কাদের আলমোরতাদা এক্স অ্যাকাউঃেট দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, 'মার্কিন-জায়নবাদী-ব্রিটিশ আগ্রাসনকারীরা ইয়েমেনের রাজধানী সানা, হোদেইদাহ গভর্নরেট, সাদা ও ধামারে হামলা চালিয়েছে।' ইয়েমেনে হামলার জেরে নতুন করে তেলের দাম বাড়লেও বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম গত সোমবার ৩ শতাংশের বেশি কমেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে তেলের সরবরাহে সংকটের আশঙ্কা করা হলেও বিশ্বের শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব তেলের দাম কমায়। অন্যদিকে ওপেকে তেল উৎপাদন বাড়ায়।

এ আয়োজন রিয়াল বার্সাকে জেতানোর স্প্যানিশ সুপার কাপ নিয়ে ওসাসুনা গোলকিপার

স্প্যানিশঃ গত বছরের মতো এবারও স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। পরশু রাতে প্রথম সেমিফাইনালে রিয়াল আতলেতিকো মাদ্রিদকে এবং গত রাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বার্সেলোনা ওসাসুনাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

বার্সার কাছে ২-০ ব্যবধানে হেরে যাওয়া ওসাসুনার গোলকিপারের অভিযোগ, স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার ফাইনালে ওঠা পরিকল্পিত। দুই দলের একটিকে চ্যাম্পিয়ন বানানোর চেষ্টা হয়েছে। স্প্যানিশ সুপার কাপে খেলে থাকে সর্বশেষ লা লিগা ও কোপা দেল রের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপরা। সর্বশেষ তিন বছর ধরে এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হচ্ছে সৌদি আরবে। এর মধ্যে টানা দ্বিতীয় বছর ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। কাল রাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বার্সেলোনার কাছে হারের পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ওসাসুনার খেলোয়াড়েরা। ম্যাচে বার্সা প্রথম গোল করে ৫৯ মিনিটে। রবার্ট লেভানডফস্কির গোলটি নিয়ে তীব্র আপত্তি ওসাসুনার। মাঝমাঠে ওসাসুনার হোসে আর্নাইজের কাছ থেকে বল কেড়ে নেন বার্সেলোনা ডিফেন্ডার আন্দ্রেস ক্রিস্টেনসেন। এরপর বল তাঁর পা হয়ে ইলকায় গুন্দোয়ান ও সেখান থেকে লেভানডফস্কির পা হয়ে জালে পৌঁছায়। ওসাসুনার অভিযোগ, আর্নাইজ ফাউলের শিকার হলেও রেফারি খেলা থামাননি। এমনকি গোলের পর ভিএআরেও ফাউলের বিষয়টি আমলে নেওয়া হয়নি। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ ওসাসুনা গোলকিপার সের্হিও এরেরা ম্যাচ শেষে বড়সড় অভিযোগই তুলেছেন, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, প্রতিযোগিতাটি রিয়াল বা বার্সেলোনাকে জেতানোর জন্য সাজানো হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই দলগুলো সবচেয়ে বেশি অর্থ এনে দেয়। আমার এই কথায় যিনি একমত নন, তিনি ফুটবলই দেখেন না।' শুধু স্প্যানিশ এই গোলকিপারই নন, ম্যাচে বার্সেলোনা বাড়তি সুবিধা পেয়েছে বলে দাবি করেন ওসাসুনা কোচ জাগোবা আরাসাতেও। ম্যাচ শেষে মুভিস্টার প্লাসকে তিনি বলেন, 'পুরো ম্যাচে আমাদের প্রতি রেফারির আচরণ ভিন্ন ছিল। ওটা পরিষ্কার ফাউল ছিল।'

ওসাসুনা ডিফেন্ডার ডেভিড গার্সিয়ার কথায়ও ছিল একই সুর, 'সবাই দেখেছেন কী পরিমাণ ফাউলে বাঁশি বাজানো হয়েছে। প্রথমার্ধে শুধু বার্সেলোনার পক্ষে বাঁশি বাজানো হয়েছে। তিন মিনিট পরে একই খেলোয়াড় পড়ে যাওয়ার পর আবারও বাঁশি বাজানো হলো। এখানে আপনি কী বলবেন? কাকতাল হোক বা না হোক, সব সময় একই দলগুলো সুবিধা পায়।' যে ঘটনাটি কেন্দ্র করে ওসাসুনার খেলোয়াড় কোচদের এত ক্ষোভ, সেটি অবশ্য বার্সা কোচ জাভি হার্নান্দেজ উড়িয়ে দেননি। তবে বার্সেলোনা রেফারিংয়ের সুবিধা পেয়েছে বলে তিনি মনে করেন না, 'সত্যি বলতে কি, তাৎক্ষণিক দেখায় আমারও এটি ফাউলই মনে হয়েছে। তবে টিভি রিপ্লেতে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। কখনো কখনো রেফারির সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে যায়, কখনো বিপক্ষে। তবে আমার মনে হয় না, রেফারির আজকের সিদ্ধান্তগুলো ম্যাচের ফলে প্রভাব রেখেছে।'

২১ রানে নেই শেষ ৬ উইকেট, সম্ভাবনা জাগিয়েও হার পাকিস্তানের

নিউজিল্যান্ড ঃ অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচটা শাহিন শাহ আফ্রিদি হয়তো ভুলেই যেতে চাইবেন! বল হাতে এক ওভারে দিলেন ২৪ রান, যা সব ধরনের টি-টোয়েন্টিতে তাঁর সবচেয়ে খরুচে ওভার। দল হিসেবে পাকিস্তান দিয়েছে ২২৬ রান, যা টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ।

এমন লক্ষ্য তাড়া করতে যে ধরনের ব্যাটিং দরকার ছিল, শুরুতে তেমন সম্ভাবনা জাগালেও শেষ পর্যন্ত পারেনি পাকিস্তান। ১৮ বলের মধ্যে ২১ রান তুলতে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ হেরেছে ৪৬ রানে। রান তাড়ায় নামা পাকিস্তানকে ১৮০ রানে গুটিয়ে দিয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড।

পাকিস্তান অবশ্য শুরুটা দারুণই করেছিল। বাবর আজমকে তিনে সরিয়ে ওপেনিংয়ে মোহাম্মদ রিজওয়ানের সঙ্গে পাঠানো হয় সাইম আইয়ুবকে। খারাপ করেননি তিনি। দুজনের উদ্বোধনী জুটিতে ১৪ বলে ওঠে ৩৩ রান, যার মধ্যে ৮ বলে ২৭ রানই সাইমের। রিজওয়ানও অবশ্য বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ১৪ বলে ২৫ রান তুলে আউট হন টিম সাউদির বলে ক্যাচ দিয়ে।

পাওয়ারপ্লের মধ্যে দুই ওপেনারকে হারালেও পাকিস্তানের স্কোরবোর্ডে ছিল ৬৪ রান। যা তাদের ম্যাচে টিকিয়ে রাখে। ওপেনিং থেকে তিনে নামা বাবরই ধরে রাখেন এক প্রান্ত। যদিও তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আউট হওয়ার আগে ৩৫ বলে করেছেন ৫৭ রান। এই ইনিংসের একপর্যায়ে ২৭ বলে ৩৪ রান ছিল তাঁর। স্ট্রাইক রেট ১৬২.৮৫ হয়েছে আউট হওয়ার আগের তিন বলে এক ছক্কা ও দুই চার মারাতে।

পাকিস্তানের অন্য কোনো ব্যাটসম্যান দলের চাহিদা মিটিয়ে কার্যকরী ইনিংস খেলতে পারেননি। যদিও ১৫ ওভার পর্যন্ত ঠিকই ম্যাচে ছিল আফ্রিদির দল। ১৫ ওভারে তাদের সংগ্রহ ছিল ৪ উইকেট ১৫৯। অর্থাৎ ৩০ বলে তাদের প্রয়োজন ছিল ৬৮ রান। হাতে ৬ উইকেট। তবে সেখান থেকে পাকিস্তান ১৮ বলের মধ্যে ২১ রানেই হারিয়েছে ৬ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি নিয়েছেন ৪ উইকেট। আব্বাস আফ্রিদিকে ম্যাট হেনরির ক্যাচ বানিয়ে আউট করে প্রথম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন সাউদি।

ব্যাটিংয়ের মতো বল হাতেও পাকিস্তানের শুরুটা ভালো ছিল। প্রথম ওভারেই ডেভন কনওয়েকে তুলে নেন আফ্রিদি। তবে প্রথম ওভারে ১ রানে ১ উইকেট নেওয়া আফ্রিদিকে মাটিতে নামিয়ে আনেন ফিন অ্যালেন। বাঁহাতি পেসারের পরের ওভারের প্রথম ৫ বলেই মারেন বাউন্ডারি। ২ ছক্কা ও ৩ চারে তুলে নেন ২৪ রান।

ঝোড়ো ইনিংসটি অবশ্য বেশি দূর এগোয়নি। ১৫ বলে ৩৪ রান করে অভিষিক্ত আব্বাস আফ্রিদির বলে ফেরেন অ্যালেন। এক বছরের বেশি সময় পর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফেরা কেইন উইলিয়ামসন পাকিস্তানি ফিল্ডারদের দুই ক্যাচ মিসে করেন অর্ধশতক। ৪২ বলে ৫৭ রানের ইনিংসটি থামে আব্বাসের বলে আউট হয়ে।

অ্যালেন ও উইলিয়ামসনের তৈরি করা মঞ্চে পরে ঝড় তোলেন ড্যারিল মিচেল। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান ২২ বলেই ছুঁয়ে ফেলেন অর্ধশতকের মাইলফলক। আফ্রিদির দ্বিতীয় শিকার হওয়ার আগে ২৭ বলে ৬১ রান করে যান মিচেল। শেষ দিকে মার্ক চ্যাপম্যানের ১১ বলে ২৬ রানে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ২২৬ রানে পৌঁছায়। এটি টি-টোয়েন্টিতে বিপক্ষে কোনো দলের সর্বোচ্চ রান। এর আগে ২০২১ সালে করাচিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০ ওভারে ২২১ রান তুলেছিল ইংল্যান্ড। পাকিস্তানের পক্ষে ডানহাতি পেসার আব্বাস ৩৪ রানে নেন ৩ উইকেট। ৪৬ রান দিয়ে আফ্রিদির শিকারও ৩ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করা আমের জামাল এদিন মুদ্রার অন্য পিঠ দেখেছেন। ৪ ওভারে খরচ করেছেন ৫৫ রান। লেগ স্পিনার উসামা মির ৪ ওভারে দিয়েছেন ৫১ রান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ডঃ ২০ ওভার ২২৬।৮(মিচেল ৬১, উইলিয়মসন ৫৭, আব্বাস ৩/৩৪)

পাকিস্তান ঃ ১৮ ওভার ১৮০ (বাবর ৫৭, সায়েম ২৭, সাউদি ২৫/৪)

ফল ঃ নিউজিল্যান্ড ৪৬ রানে জয়ী।

টি-টোয়েন্টি তরুণদের ক্রিকেটার হিসেবে বেড়ে উঠতে দিচ্ছে না ঃ ক্লাইভ লয়েড

কলকাতা ঃ টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত ক্লাইভ লয়েড। ক্যারিবীয় কিংবদন্তি মনে করেন, টি-টোয়েন্টি তরুণদের ক্রিকেটার হিসেবে বেড়ে উঠতে দিচ্ছে না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দুবার বিশ্বকাপ জেতানো সাবেক এই অধিনায়ক।

ভারতের সংবাদমাধ্যম 'টেলিগ্রাফ' এ নিয়ে লয়েডের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে, 'আমি আগেও বলেছি এবং আবারও বলছি, টি-টোয়েন্টি হলো প্রদর্শনী আর টেস্ট ক্রিকেট হলো পরীক্ষা। আমাদের তরুণদের অভ্যাস হলো বল মেরে মাঠের বাইরে পাঠানো, যেন কোথাও চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। এটা আমার অপছন্দ।'

আমি মনে করি, সবার সবকিছুর সমান ভাগ পাওয়া উচিত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তাকানম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কি লিভারপুলের চেয়ে বেশি পায়? আর্সেনাল কি চেলসির চেয়ে বেশি পায়? না, তারা সমান ভাগ পায়।

অধিনায়ক হিসেবে তিনটি বিশ্বকাপের (১৯৭৫, ১৯৭৯ ও ১৯৮৩) ফাইনাল খেলা লয়েড তরুণ ক্রিকেটারদের বড় করে তোলার সংস্কৃতি নিয়েও কথা বলেছেন, 'আমি সেই সময়ে ফিরে যেতে চাই, কোথাও সফরে গিয়ে যখন তরুণদের বেড়ে ওঠার পথটাও করে দেওয়া হতো। এখন সেটি সম্ভব নয়। ইংল্যান্ড সফরে গেলে দুই ধরনের খেলা হয় টেস্ট ও ওয়ানডে এবং তারপর সফর শেষ...তারা (তরুণ) দেশটা সম্বন্ধে কিছু শেখে না। আর এ কারণে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড কিংবা ভারতে ক্রিকেট কীভাবে খেলতে হয়, সে বিষয়ে তারা কিছুই শেখার সুযোগ পায় না।'

অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পেয়েছেন লয়েড। ৭৯ বছর বয়সী লয়েডের অধিনায়কত্বেই ক্রিকেটবিশ্বে আশির দশকে দাপট দেখিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্ট ও ওয়ানডেতে অজেয় দল হয়ে উঠেছিল লয়েডের দল। সাবেক এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান মনে করেন, বিশ্বব্যাপী ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগের দাপট শুরু হলেও টেস্ট ক্রিকেটকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই, 'এটা (টি-টোয়েন্টি লিগ) রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমি চাই না এটার জন্য টেস্ট ক্রিকেট জায়গা হারাক। এটা সত্য যে এসব কারণে (ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ) ক্রিকেটারদের জীবন আরেকটু

সচ্ছল হয়েছে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট এখনো গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, আমরা আরও বেশি এই সংস্করণ দেখতে পাব।'

লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যবস্থা নিয়ে আইসিসির সমালোচনাও করেছেন লয়েড। তাঁর মতে, লভ্যাংশের সিংহভাগ ক্রিকেটের 'বিগ থ্রি' (ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড) নয় সব বোর্ডের সমান অর্থ পাওয়া উচিত, 'আমি মনে করি, সবার সবকিছুর সমান ভাগ পাওয়া উচিত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তাকানম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কি লিভারপুলের চেয়ে বেশি পায়? আর্সেনাল কি চেলসির চেয়ে বেশি পায়? না, তারা সমান ভাগ পায়।' ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদাহরণও টেনেছেন লয়েড, 'ভুলে যাবেন না, ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমরা কিন্তু ১৪টি দ্বীপ, যেখানে অন্য দেশগুলো একটা দেশই। আমাদের ওখানে কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে প্রচুর খরচ হয়। কারণ নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়।' এরপর লয়েড যুক্তি দেন, 'তাই আমার মনে হয়, সবার সমান ভাগ পাওয়া উচিত। হ্যাঁ, নেতৃত্বে থাকলে হয়তো কিছু বেশি পেতে পারে...তাই বলে তিনটি দেশ মিলে বাকিদের অগ্রাহ্য করবে, সেটা অনুচিত।'

৩ জানুয়ারি শুরু হওয়া কেপটাউন টেস্টের উইকেট নিয়েও কথা বলেছেন লয়েড। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারতের মধ্যে মাত্র ৬৪২ বলে শেষ হওয়া টেস্টটি ছিল ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম। আলোচিত এ পিচকে 'অসন্তোষজনক' বলেছে আইসিসি। একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লয়েড ভিন্ন যুক্তি দিলেন, 'আমার মনে হয় না পিচে কোনো সমস্যা ছিল। কেউ (এইডেন মার্করাম) ওখানে শতক পেয়েছে, তাই আমার মনে হয়, নিজের খেলাটা কীভাবে খেলছেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।'

লয়েড ভারতে গিয়েছেন, আর সেখানে বিরাট কোহলির ব্যাপারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হবে না, তা হয় না। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যানকে নিয়ে কথা বলতে হয়েছে লয়েডকে। কোহলির প্রশংসাই করেছেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি, 'সে এখনো তরুণ। আমি নিশ্চিত যেভাবে খেলছে, সে চাইলে যেকোনো কিছুই অর্জন করতে পারে।'

কোহলির অর্জনের প্রসঙ্গটা উঠেছে একটি প্রশ্নের উত্তরে। লয়েডের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কোহলি শচীন টেন্ডুলকারের ১০০ আন্তর্জাতিক শতকের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন কি না। ৩৫ বছর বয়সী কোহলির আন্তর্জাতিক শতকসংখ্যা ৮০টি। লয়েড মনে করেন, কোহলি টেন্ডুলকারকে শতকসংখ্যায় টপকে যেতে পারলে, 'সেই অর্জন হবে আনন্দিত হওয়ার মতোই ব্যাপার।'

খ্রিস্টধর্মে নরকের ধারণা যেভাবে এলো, অন্য ধর্মে যা বলা হয়েছে

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ আমার জন্যই তুমি ভেসে যাও অশ্রুর শহরে, দগ্ধ হও অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়, গিয়েছ অভিশপ্ত নগরে। ঐশ্বরিক শক্তি, পরম প্রজ্ঞা এবং প্রথম প্রেমের ভেতর আমার জন্ম। আমার আগে আর কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না। তুমি আর আশায় থেকো না।

এই পঙক্তিগুলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান কবি দান্তে আলিঘিয়েরির বিখ্যাত কাল্পনিক মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি' থেকে নেয়া।

তিনি এই মহাকাব্যে দোযখের বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, দোযখের প্রবেশদ্বারের উপরের অংশে একটা শিলালিপিতে এই পঙক্তিগুলো মুদ্রিত।

দান্তের জন্ম ১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে। ১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ, এই সময়কালে তিনি এই মহাকাব্যটি লেখেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মহাকাব্যের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কবি এতে চিরাচরিত খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দোযখের বর্ণনা দেন। কবির বর্ণনা অনুযায়ী, দোযখ হল এমন একটি ভয়ানক জায়গা, যেখানে পাপীদের কঠোর শাস্তি দেয়া হয়।

তবে, সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হল, বাইবেলে 'শাস্তি এবং নির্যাতনের' স্থান হিসেবে দোযখের কথা অতি সামান্যই উল্লেখ করা হয়েছে।

বরং, দোযখের যে বর্ণনাটা আজ আমরা জানি, তা মূলত অনেক ইতিহাস এবং কিংবদন্তীদের মতাদর্শের সংমিশ্রণ। এটি মিশরীয়দের পরকালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করে গ্রীকদের হেডিসের ধারণা এবং এমনকি ব্যাবিলনীয়দের প্রতিষ্ঠার পৌরাণিক কাহিনী পর্যন্ত বিস্তৃত।

গ্রীক পুরান অনুযায়ী, হেডিস হলো মৃতদের ঈশ্বর। সেই সাথে, হেডিস হলো আন্ডারওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ পাতাল বা মৃত্যুপরবর্তী স্থানের রাজা।

দোযখ হল এমন একটি স্থান, যা আগুন ও দানবে পরিপূর্ণ এবং যেখানে পাপীদেরকে শাস্তি দেয়া হয় এটি সম্পূর্ণভাবে ইহুদী-খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি থেকে এসেছে। এটি তৈরি হয়েছে আসলে মধ্যপ্রাচ্যের নানা লোকগাঁথা, ধারণা এবং বিশ্বাস থেকে।

দোযখ সম্বন্ধে এমনটাই বলেন কলম্বিয়ার সান বুয়েনভেন্তুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ এবং ধর্মতত্ত্ববিদ হুয়ান ডেভিড টুবোন কানো।

টুবোনের মতে, দোযখ হল এমন এক ধারণা বা বিশ্বাস, যা অন্যান্য ধর্ম বা সংস্কৃতিতেও আছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের ধারণা থেকে তা অনেকটাই আলাদা।

উদাহরণস্বরূপ, কলম্বিয়ার মুইসকাদের জন্য আন্ডারওয়ার্ল্ড (পাতাল) ছিল একটা সুন্দর স্থান। তারা এটিকে 'পান্নার রঙের মতো সবুজ' জায়গা হিসাবে বর্ণনা করে।

অনেক বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ায় 'মুইসকা' নামক এক আদিবাসী গোষ্ঠী ছিল।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে দোযখের ধারণা যুগ যুগ ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। সেইসাথে, এটিকে বারংবার লিপিবদ্ধ করা আজও অব্যাহত রয়েছে।

দোযখের ব্যাখ্যা বা ধারণা এত বেশি পরিবর্তনশীল যে ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস মাত্র কয়েক বছর আগে দোযখের একটা ধর্মতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেছেন।

সত্য হল, আত্মাদের শাস্তি দেয়া হয় না। কেউ যদি অনুতপ্ত হয়, তবে সে ঈশ্বরের ক্ষমা পায়। এবং, যারা সর্বদা ঈশ্বরের কথা ভাবে, অনুতাপকারীরা তাদের সারিতে স্থান পায়।

২০১৮ সালে সাংবাদিক ইউজেনিও স্কালফারি'র সাথে এক আলাপে এ কথা বলেন পোপ ফ্রান্সিস।

তিনি আরও বলেন, যারা অনুশোচনা করে না এবং ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নন, তারা অদৃশ্য হয়ে যান। এসব অপরাধী চিত্তের জন্য কোনো দোযখ নাই। তাদের জন্য একটাই শাস্তি, গায়েব করে দেয়া।

যদিও, পরে ভ্যাটিকান উল্লেখ করেছে যে ফ্রান্সিসকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করেছে সাংবাদিক। সাংবাদিক যা লিখেছেন, তাতে হুবহু তার বক্তব্য ছিল না।

সহস্রাব্দের নির্মাণ

চার্চের শিক্ষা দোযখের অস্তিত্ব এবং অনন্তকালকে স্বীকৃতি দেয়। যারা মনের ভেতরে পাপ রেখে মৃত্যুবরণ করেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মাকে দোযখের 'অনন্ত আগুনে' পাঠানো হয় এবং সেখানে তারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

ক্যাথলিক চার্চের ক্যাটিসিজমে দোযখকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

কিন্তু এই ধারনা কিভাবে এলো যে মৃত্যুর পর মানুষকে দোযখ নামক এক স্থানের 'অনন্ত আগুন' ভোগ করতে হবে?

টুবোন বলেন মানুষ যখন মহাবিশ্বকে অনুভব করতে শুরু করে এবং বিশ্বে চলমান নানা ধরনের বিশৃঙ্খলাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনা, ঠিক তখন থেকে দোযখের ধারণাটি তৈরি হয়।

মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করলে ঝড়, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ লক্ষ্য করা যায় এবং তখন মানুষ এগুলোর সাথে আন্ডারওয়ার্ল্ড বা পাতালের সংযোগ খুঁজে পায়।

এই ধরনের মিশরীয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতার যুগে পরকালের বিশ্বাসের সংমিশ্রণে শেষ হয়। পরবর্তীতে, প্রাথমিকভাবে হিব্রুরা তা গ্রহণ করেছিল।

মৃতরা যেখানে যায়, হিব্রু বাইবেলের প্রথম সংস্করণে তার নাম হল শেওল। কিন্তু এটা এমন এক জায়গা, যেখানে মৃতরা গেলেও কিছুই হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের গর্ডনকনওয়েল থিওলজিক্যাল ইনসটিটিউটের নিউ টেস্টামেন্টের (বাইবেলের দ্বিতীয় ভাগ) অধ্যাপক শন ম্যাকডোনাফ এমনটা ব্যাখ্যা করেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে এই বিশ্বাসের সাথে আরও একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে, যার নাম হলো গেহেনা এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টিশন (বিষয়)।

আস্তে আস্তে শেওলের চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। মৃতদের জায়গা থেকে এটি একটি অস্থায়ী জায়গা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, এই শিক্ষাবিদ বলেন।

তিনি আরও বলেন, যেসব মানুষ জীবিত অবিস্থায় ধার্মিক ছিলেন এবং নিয়ম পালন করেছিলেন, মৃত্যুর পরে তারা ঈশ্বরের কাছাকাছি যান। আর যারা ধর্ম মানেন নি, তাদেরকে শুদ্ধিকরনের উদ্দেশে আগুনের মাঝে পাঠানো হয় যা গেহেনা নামে পরিচিত।

পাতাল এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন বা পরকালের অন্যান্য বিশ্বাসগুলোর কিভাবে জন্ম হলো, তা ব্যাখ্যা করার জন্যই মূলত এই 'গেহেনা' প্রসঙ্গের অবতারণা।

ইহুদীবাদ এবং অন্যান্য ধর্মের মাঝে অন্যতম তফাৎ হল, তারা বলে যে ঈশ্বর তাদের সাথে একটি মিত্রতা করেন এবং সেটা করেন একটা আইনের মধ্য দিয়ে। সেই আইনে মোট দশটি আদেশের কথা রয়েছে, ব্যাখ্যা করেন টোবন।

তিনি বলেন যে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে দুই ধরনের পরিণতি আছে।

এটি 'ঐশ্বরিক' পুরস্কার এবং শাস্তির ধারণা তৈরি করে। যারা আইন মানেন, তারা পুরস্কৃত হবেন এবং যারা মানবেন না, তারা শাস্তি পাবেন। অন্য সংস্কৃতিতে এটা এতটা স্পষ্ট ছিল না।

ম্যাকডোনাফের মতে, দোযখকে শাস্তির স্থান হিসেবে সবচেয়ে বেশি আখ্যা দিয়েছেন স্বয়ং যিশু এবং তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কয়েকবার গেহেনার কথাও উল্লেখ করেছেন।

যিশু সেই 'অগ্নিকুণ্ডের' কথাও উল্লেখ করেছেন, যেখানে দুষ্টরা দুঃখ ও হতাশা ভোগ করবে এবং যেখানে কান্নাকাটি ও ভয়ংকর ক্রোধ থাকবে, ম্যাকডোনাফ যোগ করেন।

এই শব্দগুলো মূলত দোযখের ধারণার ভিত্তিপ্রস্তর, যা আমরা মধ্যযুগে দেখতে পাই এবং এই বিশ্বাস আজ পর্যন্ত অব্যাহ রয়েছে।

গ্রীক এবং হিব্রু ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করার সময় 'হেল' বা 'দোযখ' শব্দটি ল্যাটিন ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

ল্যাটিন ভাষায় এই শব্দটি ব্যবহারের কারণ, শেওল এবং হেডিসের মতো শব্দগুলোকে প্রতিস্থাপন করা। এই শব্দগুলো দিয়ে মূলত আন্ডারওয়ার্ল্ডকেই বোঝানো হয়।

টোবোন এটা স্পষ্ট করেছেন যে খ্রিস্টানরাই সর্বপ্রথম গ্রীক চিন্তাধারার সাথে যুক্ত হওয়া শুরু করেছিল। ঐ সময় খ্রিষ্ট ধর্ম ছিলো একদমই নতুন এবং তা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছিলো।

মানুষ দেহ এবং আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। সেই সাথে মৃত্যুর পর আত্মাদেরকে কোথাও একটা যেতে হবে, এই প্লেটোনিক ধারণা সর্বপ্রথম তুলে আনে তারাই, তিনি বলেন।

এরপর, ষষ্ঠ শতকের সময় একটা ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হয়। সেখানে উঠে আসে, দোযখ হল এমন এক জায়গা যেখানে অনুতপ্ত আত্মারা অনন্তকালের জন্য শাস্তি ভোগ করে।

ম্যাকডোনফ বলেছেন, এটা অবশ্যই স্পষ্ট করা উচিৎ যে ধর্মতত্ত্ববিদদের জন্য প্রধান শাস্তি ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে না পারা। আগুন বা নির্যাতন, এগুলো প্রতীকী জিনিস।

এবং, চৌদ্দ শতকে ইতালীয় কবি দান্তে আলিগিয়েরি যখন তার 'ডিভাইন কমেডি' প্রকাশ করেছিলেন, তখন ভয়াবহতায় ভরা একটি জায়গার সেই বর্ণনা সার্বজনীন হয়ে ওঠে।

বিষয়টি এমন নয় যে দোযখ কেমন, দান্তে তা সংজ্ঞায়িত করেছেন। বরং, তিনি এই জায়গা সম্পর্কে সেই সময়ে বিদ্যমান সমস্ত ধারণাগুলিকে একটি নিপুণ উপায়ে একত্রিত করেছেন। বলা যায়, তিনি সবার মাঝে এই বিশ্বাসকে বপন করে দিয়েছিলেন যে দোযখ হলো এমন একটি স্থান, যেখানে গেলে চিরকাল যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, টোবোন বলেন।

কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসীদের আচরণ এবং বিভিন্ন ধর্মের ব্যাখ্যার কারণে সময়ের সাথে সাথে দোযখের সংজ্ঞা রূপান্তরিত হয়েছে।

দোযখ বলতে কেবল ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে থাকা বা ঈশ্বরের অনুপস্থিতি বোঝায় না এখন আর বরং এটি একটা অনন্ত শাস্তি এবং কষ্টের জায়গা, তিনি যোগ করেন।

অন্যান্য ধর্মে 'দোযখ'

একাডেমিশিয়ানদের মতে, অনেক ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে আন্ডারওয়ার্ল্ড বা পাতাল শাস্তির স্থান নয়, বরং আত্মাদের বিশ্রামের জায়গা হিসেবে বিবেচিত।

উদাহরণস্বরূপ, বৌদ্ধধর্মে নারাকা নামে পরিচিত একটি স্থান রয়েছে। এটি সংসারের ছয়টি রাজ্যের একটি। পার্থিব প্রস্থানের পরে আত্মারা এখানে অবস্থান করে। এটিকে পাতাল বা যন্ত্রণার জায়গা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এটি কোনও স্থায়ী স্থান নয়, ক্ষণস্থায়ী স্থান।

ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে কোরআনে বিভিন্ন সময়ে 'আগুনের স্থান' শব্দদ্বয় এসেছে। এর অর্থ হলো, জাহান্নাম বা নরক। এই ধর্ম অনুসারে, মৃত্যুর পর অবিশ্বাসী আত্মারা জাহান্নামে যাবে।

যেখানে শয়তান বাস করে, সেটাই মূলত শাস্তিদায়ক স্থান। পশ্চিমা সংস্কৃতিগুলোতে শাস্তির স্থান বলতে এমনটাই বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে এর অন্যান্য সংস্করণও রয়েছে। যেমন মিশরীয়, অ্যাজটেক, মুইসকাসদের ধারণা ভিন্ন ছিল, বলেন টোবন।

তিনি জিবালবা'র উদাহরণ দেন। জিবালবা শব্দের অর্থ হলো 'ভয়ের জায়গায়'।

এছাড়া, জিবালবা হলো মায়ান আন্ডারওয়ার্ল্ড, যা সেনোটস নামে পরিচিত। বিশাল এক জলকূপের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছাতে হয়।

এটি আন্ডারওয়ার্ল্ড, যেখানে অনেক যন্ত্রণা আছে। তবে এটি কোনও দেবতার আইন মেনে চলায় ব্যর্থ হওয়ার শাস্তি নয়। বরং, এটি এমন জায়গা, যেখানে সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পরে অবশ্যই যেতে হয়, তিনি ব্যাখ্যা করেন।

টুকরো খবর

জাতীয় পার্টিতে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর, দল কি ভাঙবে?

ঢাকা ঃ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অসহযোগিতা, সাংগঠনিক দুর্বলতাসহ নানা কারণ দেখিয়ে সংসদ নির্বাচনে ভরাডুবির জন্য জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছেন দলের এক শ্রেণীর নেতাকর্মী। এমন কী নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটামও দিয়েছেন তারা, যদিও দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, এমন দাবি তোলার নৈতিক ও গঠনতান্ত্রিক কোনও অধিকারই তাদের নেই! গঠনতান্ত্রিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। যদিও বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা চাইছেন দলের শীর্ষ নেতারা ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করুন। বৃহস্পতিবার দলটির মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু বাংলাদেশের কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে বলেছেন, তবে যে কোনও কর্মী জি এম কাদেরের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির বাইরে গিয়ে আরেকটা পার্টি করতে চাইলে আমরা বাধা দিতে পারি না। এই অধিকার তাদের আছে। কিন্তু জাতীয় পার্টি জি এম কাদেরের নেতৃত্বে আছে, এর ক্ষতি করার কোনও সুযোগ নেই, মন্তব্য করেন তিনি। যারা ইলেকশন করেননি, মনোনয়ন পাননি তারা নির্বাচন যারা বর্জন করেছে তাদের পক্ষে এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে এই কর্মকাণ্ডটি করছে। আমাদের বিতর্কিত করতে তারা এটা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে গঠনতান্ত্রিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আরও জানান তিনি। আমরা কোন শরিক না, জোট বা মহাজোট ও না। আওয়ামী লীগ ২৬টি আসন ছাড় দিয়েছে তাদের স্বার্থে। এসব আসনে দেশের স্বার্থে, দলের স্বার্থে তারা ছাড় দিয়েছে। আমাদের স্বার্থে না, বলেন মুজিবুল হক চুন্নু। এসব আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জাতীয় পার্টির বিপরীতে কাজ করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, কাজেই একদিকে ছাড় দিয়েছে, আবার আরেক দিকে ছাড় দেয়নি। নির্বাচনে বিপর্যয় হয়েছে স্বীকার করে তিনি জানান , নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অর্থ, প্রশাসনের সহায়তার কারণে ইলেকশনে সুবিধা করতে পারি নাই এটা সত্য। মোহের বিষয় নাই, দলীয় আইডেন্টিটি নিয়ে আমরা আছি। জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, দলের স্বার্থে আমরা জাতীয় সংসদে বিরোধী দল হিসেবে যা যা করার সব করবো। জাতীয় পার্টির কোচেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা দলের বিক্ষুব্ধদের একজন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, সারা দেশে বিভিন্ন জেলায় নেতাকর্মীরা বলির পাঁঠা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিজেরা নেগোশিয়েশন করেছে দুই একজনের মধ্যে। আলাপ আলোচনা সেভাবে করেনি। নমিনেশনের পর তারা সাহায্য করেনি। বিভিন্ন জেলায় নেতারা যারা ডিপ্রাইভড হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের আগে তাদের অর্থ দেয়নি, খোঁজ খবর নেয়নি কীভাবে নির্বাচন হচ্ছে। বলেন মি. হোসাইন। বুধবার পার্টি অফিসে গিয়েছিলেন জানিয়ে তিনি বলেন, নেতা হিসেবে তাদের যা করা উচিত ছিলো, চেয়ারম্যান বা মহাসচিবরা তা করেননি। এই পটভূমিতে পরবর্তী কী পদক্ষেপ তারা নেবেন এ বিষয়ে অবশ্য কোনও কথা বলেননি তিনি। দলীয় সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ আরেকজন নেতা লিয়াকত আলী খোকা। তিনি বলেন, নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা ব্যর্থ। কারণ তারা একেকবার একেক ধরনের সিদ্ধান্ত নেন। একবার যাবে, আরেকবার যাবে না। আওয়ামী লীগের সাথে জোটে যেতে হলেও আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। দলীয় নেতৃত্ব। তারা এ জায়গায় ব্যর্থ, বলছিলেন তিনি। জোটের সিট ছাড়া অন্য সিটে নির্বাচন চলাকালীন পার্টির মহাসচিব ও চেয়ারম্যান সারা দেশের নেতাকর্মীদের সহযোগিতা করেননি। নির্বাচনে নামালো , কিন্তু তারা কোন খোঁজ খবর করেনি। আমি অনেকবার যোগাযোগ করেছি কিন্তু সাড়া পাইনি, অভিযোগ করেন মি. খোকা। তিনি মনে করেন অতীতে '৯১ সালে যখন জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে হামলামামলা হয়, তখনো দলে এমন অবস্থা ছিল না। তারা সময়মতো সিদ্ধান্ত নেয়নি, এমন একটা সময় সিদ্ধান্ত হয় যখন নেতাকর্মীরা হতাশ। আমার নামও এলায়েন্স থেকে শেষের দিন উইথড্র করা হয়। ফলে দলীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিতে একেবারেই ব্যর্থ, অভিযোগ জানাচ্ছেন তিনি। নির্বাচন সুষ্ঠু হলে এলাকায় পাস করবো, সে আশাতেই নির্বাচন করছি। কিন্তু নেতৃত্বের ব্যর্থতায় জাতীয় পার্টির ভরাডুবির জন্য সারা দেশে নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ যোগ করেন লিয়াকত আলী খোকা। জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর কেন্দ্রীয় রাজনীতি করার আগে কোনও অভিজ্ঞতা ছিলো না উল্লেখ করে তিনি বলেন, দলের প্রতি যে ফিলিংস, সারা দেশের নেতাকর্মীদের প্রতি তার দুর্ব্যবহারে সবাই কষ্ট পায়। মহাসচিব হিসেবে তিনি ব্যর্থ। এ ধরণের পরিস্থিতিতে অনেকে নেতৃত্বও ছেড়ে দেয় বলে ইঙ্গিত করেন তিনি। লিয়াকত আলী খোকা আরও বলেন, এগারোজন (এমপি) ছাড়া দলের বাকিরা ক্ষুব্ধ। সিদ্ধান্ত নিতে যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকা দরকার তা এখানে হয়নি। সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা নিজে ঢাকা৪ আসন থেকে লড়াই করে হেরে যান। তার ওই আসনে জাতীয় পার্টিকে ছাড় দেয়নি আওয়ামী লীগ। সারা দেশেই জাতীয় পার্টির ক্ষুব্ধ ও হতাশ নেতাকর্মীরা ইতোমধ্যেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ শুরু করেছেন। আজকের (বৃহস্পতিবার) মধ্যেই শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে আলাপআলোচনার মাধ্যমে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, জানাচ্ছেন তিনি। তবে, দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুকে একাধিকবার ফোন করলেও রিসিভ করেননি তারা। এরই মধ্যে বুধবার সাতই জানুয়ারি জাতীয় পার্টির নির্বাচিত ১১জন সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। গত বছরের ২২শে নভেম্বর নির্বাচনে অংশ নেয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় জাতীয় পার্টি। পরে ১৭ই ডিসেম্বরে আসন সমঝোতা করে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে ২৬টি আসন ছেড়ে দেয়। এসব আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। তবে পরে ওই ২৬টি আসনের বাইরে বিভিন্ন আসনে দলীয় সমর্থন বা সহযোগিতার অভাব, সাংগঠনিক নেতৃত্বে অদক্ষতা, সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে যাওয়ার বিপক্ষে থাকাসহ নানা অভিযোগ এনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান জাতীয় পার্টির একাধিক প্রার্থী। কিন্তু, সমঝোতার মাধ্যমে যেসব আসন জাতীয় পার্টির জুটেছিল, সেখানে কেউ সরে না দাঁড়ালেও ভোটে টিকতে পারেন নি অনেকেই। সে সময় যেসব প্রার্থী সরে দাঁড়ান তাদের সম্বন্ধে পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছিলেন, কোনও প্রার্থী যদি নির্বাচন করতে না চায় তবে, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ওই প্রার্থীর রয়েছে। তবে, আওয়ামী লীগের সাথে আসন ভাগাভাগি করলেও জাতীয় পার্টি কোন জোটে নেই। বাংলাদেশের ৪৪ টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৯টি দল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগই জনসমর্থনে শক্ত ছিলো। শুরুতে আওয়ামী লীগ সারা দেশে ২৯৮টি আসনে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটের মাঠে টিকেছেন তাদের ২৬৩ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্বসহ নানা অভিযোগে পাঁচটি আসনে ওই দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

বিএনপির অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের পর জাতীয় পার্টিকেই একমাত্র রাজনৈতিক দল বা প্রতিপক্ষ মনে করেছিলেন অনেকে। কিন্তু গত দুই জাতীয় নির্বাচনের মতো এবারও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনে যায় জাতীয় পার্টি। যা দলের ভেতরেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এছাড়া দলটি এককভাবে খুব বেশি আসন না পাওয়ায় আদৌ বিরোধী দল হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। যদিও বুধবার শপথ নিয়েই দলটির চেয়ারম্যান বিরোধী দলে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অবর্তমানে এবারই প্রথম দলীয় চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল দলটি। ২৮৩ আসনে প্রার্থী, ২৬ আসনে সমঝোতা হলেও নির্বাচিত হন দলের মাত্র এগারোজন। এর আগে, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের শরিক দল হিসেবে ২৭টি আসনে জয় পেয়েছিল জাতীয় পার্টি ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ করতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগের সাথে থাকতে হয়েছিল। এরপর সমঝোতার মাধ্যমে ২০১৪ সালে ২৯টি এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে ২২টি আসনে জয়লাভ করে দলটি। সে সময় দলটির নেতাদের অনেকের কথায় সেই সমঝোতা নিয়ে অস্বস্তি চাপা থাকেনি। তখন দলটিকে ঘিরে নানা ধরনের তৎপরতাও দেখা গিয়েছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
13:01:2024

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচনে হেরে 'বিব্রত ও প্রতারিত' বোধ করছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গীরা

ঢাকা ঃ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ দিয়েছিল, তারা সে কথা রাখেনি বলে অভিযোগ করছেন ক্ষমতাসীন দলটির জোটসঙ্গী ও মিত্র দলের নেতারা। নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাদের অনেকেই এখন 'বিব্রত' এবং 'প্রতারিত' বোধ করছেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন। বিএনপিবিহীন এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথে আরও ২৬টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছে। এসব দলের মধ্যে ক্ষমতাসীনদের ১৫ বছরের জোটসঙ্গী জাসদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি যেমন ছিল, তেমনি ছিল দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মিত্র জাতীয় পার্টিও।

মমতা ব্যানার্জীর দলে প্রবীণ ও তরুণ নেতাদের মধ্যে 'দ্বন্দ্ব' যে কারণে

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস দলের নবীন আর প্রবীণ নেতা নেত্রী মন্ত্রী বিধায়করা যেভাবে দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছেন, লাগাতার বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি চলছে, তা আগে কখনও এত বড় করে সামনে আসেনি।

নবীনদের কেউ কেউ পুরনো নেতাদের কটাক্ষ করে বলছেন, 'তাদের সফটওয়্যার আপডেট হয়নি। পুরোনো সফটওয়্যার দিয়ে হোয়াটস্অ্যাপ চলেনা'।

কেউ আবার বলছেন, নবীনরা চোখে চোখ রেখে লড়াই করবেন আর প্রবীণরা বসে দেখবেন, নির্দেশ দেবেন। প্রবীনদের দিক থেকে নতুন প্রজন্মকে 'নাবালক, নাদান' বলে বর্ণনা করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জীও ক'দিন আগে এক জনসভায় বলেন যে নেতাদের বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে ।

তার কথায়, আমার বয়স কম বলে রাস্তায় থাকতে পেরেছি। এটা সত্যি কথা মানতে হবে।

সংগঠনের নেতৃত্বে কার হাতে থাকবে? অভিষেক ব্যানার্জীর অনুসারী তরুণ প্রজন্মের হাতে নাকি প্রবীণ নেতাদের হাতে? এ বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে বলে জানান কলকাতার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী, যিনি গত কয়েক দশক যাবত মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

'দলে কোনও দ্বন্দ্ব নেই'

দলে 'দ্বন্দ্ব' দেখতে পাচ্ছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডল।

তার কথায়, দলে কোনও দ্বন্দ্ব নেই দুই প্রজন্মের মধ্যে। কিছু মতপার্থক্য তো থাকতেই পারে। তবে দিন শেষে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জী আর সেনাপতি অভিষেক ব্যানার্জী।

দ্বন্দ্বের কথা এখন মানতে না চাইলেও দুই প্রজন্মের মধ্যে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির রাশ টানতে যদিও শেষমেশ মমতা ব্যানার্জীকেই বলতে হয়েছে যে দলের কোনও বিষয়ে বাইরে মুখ খুললে শাস্তি পেতে হবে। দলীয় মুখপাত্রদের বদল করারও প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

আর প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও বলছে যে তৃণমূলে 'নবীন প্রবীণ কোনও দ্বন্দ্ব নেই' - সবই মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর কৌশল।

দলের অন্যতম মুখপাত্র কেয়া ঘোষের কথায়, সবটাই আইওয়াশ হচ্ছে। বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি, হাজার দিনের ওপরে চাকরির দাবিতে শিক্ষকদের ধর্না - এসব নিয়ে যাতে মানুষ আর কথা না বলে, মিডিয়া যাতে ওসব আর না দেখায়, তাই তৃণমূল কংগ্রেসের দৃষ্টি ঘোরানোর কৌশল এটা।

যেভাবে অভিষেকের আধিপত্য

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী গত বছর পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল থেকে শুরু করে পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত 'নবজোয়ার যাত্রা' করছিলেন।

এরপর দাবি আদায় গিয়ে দিল্লি ও কলকাতার রাজভবনের সামনে দিনরাত ধর্নায় বসেছিলেন অভিষেক ব্যানার্জী।

তখন অনেকেই তার মধ্যে 'লড়াকু মেজাজের' ছাপ দেখেছিলেন। যেমনটা ছিল মমতা ব্যানার্জীর মধ্যে ছিল বিরোধী নেত্রী থাকার সময়।

তবে ওই যাত্রা বা ধর্নার ইত্যাদির অনেক আগেই কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে মি. ব্যানার্জীই হতে চলেছেন দলের উত্তরাধিকারী - অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জীর পরে শীর্ষতম নেতা।

মমতা ব্যানার্জী নিজের ভাইয়ের ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই ব্যাটন।

অবশ্য ওই দায়িত্ব পাওয়ার অনেক আগেই, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই মি. ব্যানার্জী দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিলেন।

তার উদ্যোগেই ভোটকৌশলী প্রশান্ত কুমারের সংস্থা আইপ্যাককে দায়িত্ব দেওয়া হয় দলের হয়ে নির্বাচনী কৌশল তৈরি করার।

সেই প্রথম কোনও পরামর্শদাতা সংস্থা নিযুক্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ভোটের কাজে। ওই সংস্থার কর্মীরাই ঠিক করে দিচ্ছিলেন নেতা নেত্রী বা প্রার্থীদের ভাষণ, সভার সময়সূচী ইত্যাদি।

তখন থেকেই প্রবীণ নেতাদের কেউ কেউ বলছিলেন যে তারা রাজনীতি অনেক বেশি বোঝেন অভিজ্ঞতা দিয়ে। তাই বাইরের কোনও যুবক কী করে তার বক্তব্যের বিষয় ঠিক করে দিতে পারে!

সেসব অভিযোগ অনুযোগ অবশ্য টেকেনি। পরপর নির্বাচনী লড়াইতে প্রফেশনাল সংস্থাকে দিয়েই ভোট করিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, আর সেই সূত্রে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ আরও বেশি করে নিজের হাতে নিয়েছেন অভিষেক ব্যানার্জী।

এই অবস্থায় গত বছর অক্টোবর মাসের পর থেকে সেভাবে আর সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচীগুলিতে দেখা যাচ্ছিল না মি. ব্যানার্জীকে। তিনি যেন কিছুটা গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে।

আর তখনই শুরু হয় নবীন প্রবীণদের মধ্যে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির পালা।

'অভিষেককে দেখেই নতুন প্রজন্ম তৃণমূলে'

দলের অন্যতম মুখপাত্র মনোজিৎ মণ্ডল যদিও দ্বন্দ্বের কথা মানতে চাননি। তার মতে, দুই প্রজন্মের নেতা নেত্রীদের মধ্যে স্টাইল অফ ফাংশানিংএ ফারাক তো থাকবেই।

প্রবীণ নেতাদের তুলনায় কম বয়সীদের কর্মক্ষমতা বেশি হওয়া স্বাভাবিক। আবার এটাও ঠিক যে তরুণ প্রজন্মের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছে অভিষেক ব্যানার্জীকে দেখেই।তারা তো চাইবেই অভিষেকের যেভাবে রাজনীতি করে, সেভাবে কাজ করতে, বলেন মি. মণ্ডল।

তবে অভিষেক সহ এই তরুণরাও কিন্তু নেত্রী হিসাবে মমতা ব্যানার্জীকেই মেনে চলেন। এর মধ্যে কোনও দ্বিমত কোথাও নেই। তাই দুই প্রজন্মকে নিয়েই দল চলবে। এখানে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, বলছিলেন মি. মণ্ডল।

সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস বলছে বটে যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, এগুলো সব সংবাদ মাধ্যমের তৈরি করা। তবে দ্বন্দ্ব আছে দলের ভেতরে, তা এই বয়স নিয়েই।এর শুরুটা হয়েছিল ২০১৯ সাল থেকেই। এখন জেলে রয়েছেন বা মারা গেছেন, এমন অনেক প্রবীণ নেতার সঙ্গেই সেই সময় থেকেই দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল।

তবে এটাও ঠিক মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্ব নিয়ে কোনও বিরোধ নেই, সেটাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে না কখনই। তবে অভিষেক ব্যানার্জীর যে অনুগামী গোষ্ঠী রয়েছে, তারা চায় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ করতে।

অন্যদিকে সুব্রত বক্সী বা বর্তমানে জেলবন্দী পার্থ চ্যাটার্জী, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যারা প্রথম দিন থেকে মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে রয়েছেন, যাদের ওল্ড গার্ড বলা হয়, ওই অংশটা মনে করছেন যে তারা দলে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছেন। বিরোধ এখানেই, বলছিলেন মি. চৌধুরী।

ভারতের রাজনীতিতে দেখা যায় যে মন্ত্রিত্ব বা বিধায়ক - সংসদ সদস্য বা অন্য কোনও সরকারি পদ পাওয়ার জন্য নেতা নেত্রীদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে সাংগঠনিক কাজের দখল নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, সেটা বেশ অভিনব।

জয়ন্ত চৌধুরি এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছিলেন, সাড়ে তিন দশকের বামপন্থী শাসনামলেও সাংগঠনিক কাজটাকেই খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো, বিশেষত সিপিআইএম দলে। সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব 'ওজনদার নেতাদেরই' দেওয়া হত, তাদের বেশিরভাগ কখনই মন্ত্রী বা সরকারি পদে বসেননি।

কিন্তু ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ প্রায় নিরঙ্কুশ হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। বাম আমলেও কোথাও কংগ্রেস, পরের দিকে তৃণমূল কংগ্রেস স্থানীয় ভোটে জয়ী হত, পুরসভা নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু এখন সেই অবস্থাটা আর নেই, তৃণমূলই প্রায় সব জায়গায় নিয়ন্ত্রক।

তাই সংগঠনের রাশ যার হাতে থাকবে, তারই গুরুত্ব অনেক বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। সেটাই নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে দলের তরুণ প্রজন্ম, বলছিলেন মি. চৌধুরি।

তবে এই দ্বন্দ্ব কয়েকমাস পরের লোকসভা নির্বাচনে পড়বে কী না, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলেই তিনি মনে করেন।

ইয়েমেনে হুথিদের লক্ষ্য করে আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিমান হামলা

ইয়েমেন ঃ ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। দুই দেশের সরকার প্রধানই ইয়েমেনে হামলার এই খবর নিশ্চিত করেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, গত নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে ইরান সমর্থিত হুথিদের হামলার জবাব হিসেবে এই হামলা চালানো হয়েছে। হুথিদের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে হুশিয়ার করে বলেছে, এই 'নির্মম আগ্রাসনের' জন্য তাদেরকে 'চড়া মূল্য দিতে হবে।' যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, রয়্যাল এয়ারফোর্সের যুদ্ধবিমানগুলো সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে সুনির্দিষ্ট টার্গেট লক্ষ্য করে হামলা চালাতে সহায়তা করেছে। তিনি আরো বলেন, এই হামলা সীমিত, দরকারি এবং আত্মরক্ষার নিমিত্তে যথাযথ মাত্রার পদক্ষেপ। বাইডেন বলেছেন, এই মিশনে নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং বাহরাইন সমর্থন দিয়েছে। ইয়েমেনের রাজধানী সানা, হুথিদের নিয়ন্ত্রণ লোহিত সাগরের হুদায়দাহ বন্দর, ধামার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হুথিদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত সাদায় হামলার খবর পাওয়া গেছে। হুথিরা ইয়েমেনের বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারা বলছে, ইসরায়েলগামী জাহাজে হামলা চালিয়ে তারা মিত্র গোষ্ঠী হামাসকে সহায়তা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্তৃপক্ষ বলছে, যুদ্ধ জাহাজ থেকে তমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে এবং মার্কিন জেট বিমান থেকে রাজধানী সানা, হুদায়দাহ এবং হুথিদের লোহিত সাগরের শক্ত ঘাটির বন্দরগুলোসহ মোট ১২টির বেশি স্থানে হামলা চালানো হয়েছে। সাইপ্রাসের আক্রোতিরি ঘাটি থেকে উড্ডয়ন করে যুক্তরাষ্ট্রের চারটি আরএএফ টাইফুন জেট বিমান দুটি হুথি টার্গেট লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

অবাধ বাণিজ্য চলাচল নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে আরো পদক্ষেপ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে হুশিয়ার করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিয়ড অস্টিন একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছেন, হুথিদের সক্ষমতা ব্যাহত করতে এবং কমিয়ে আনতে এই যৌথ সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

এই পদক্ষেপের আওতায় হুথিদের পাইলট বিহীন উড্ডয়ন যান, চালক বিহীন জাহাজ, স্থল হামলায় ব্যবহৃত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, উপকূলীয় রাডার এবং আকাশ প্রতিরক্ষা সক্ষমতা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পেন্টাগনের প্রধান বাস্তব সময়ে হাসপাতাল থেকে এই অভিযান পর্যবেক্ষণ করেছেন। মূত্রথলির ক্যান্সারের অস্ত্রোপচারের কারণে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি।

এই কর্মকর্তা বলেন, অস্টিন সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং এই অভিযান নিয়ে গত ৭২ ঘণ্টায় তিনি অন্তত দুইবার প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করেছেন।

চলতি সপ্তাহে অস্টিন হোয়াইট হাউজে চাপের মুখে রয়েছেন কারণ তিনি তার হাসপাতাল ও নিবির পরিচর্যা ইউনিটে চিকিৎসা নেয়ার বিষয়ে জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

যা বলছে যুক্তরাজ্য

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে সাথে এক বিবৃতি প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকও। এতে বলা হয়েছে, দেশটির রয়্যাল এয়ার ফোর্স ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ব্যবহৃত স্থাপনায় চালানো হামলায় অংশ নিয়েছে।

তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য সব সময় চলাচলে স্বাধীনতা এবং বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহের পক্ষে অবস্থান নেবে।

এ কারণে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিলে সীমিত, প্রয়োজনীয় এবং আত্মরক্ষায় যথাযথ মাত্রার পদক্ষেপ নিয়েছি। এই অভিযানে অংশ না নিলেও এই হামলা সংশ্লিষ্ট টার্গেটগুলোর বিষয়ে সহায়তা দিয়েছে নেদারল্যান্ডস, কানাডা এবং বাহরাইন। হুথিদের সামরিক সক্ষমতা কমিয়ে বৈশ্বিক জাহাজ চলাচল সুরক্ষিত করতে এই হামলা চালানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রকে সংযমের আহ্বান সৌদি আরবের

সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোকে হামলার ক্ষেত্রে সংযমী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এবং উত্তেজনা না বাড়ানোরও আহ্বান জানানো হয়েছে।

সৌদি আরবের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, 'গভীর উদ্বেগের' সাথে রিয়াদ পুরো পরিস্থিতির উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছে।

হুথিরা এখনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি ঃযুক্তরাষ্ট্র

সাংবাদিকদের টেলিফোনে একজন জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হুথি কমান্ডারদের পক্ষ থেকে এখনো কোন ধরণের সামরিক প্রতিক্রিয়া আসেনি। এখনো পর্যন্ত আমাদের যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য জোটভুক্ত সদস্যদের লক্ষ্য করে কোন ধরনের সরাসরি প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নিতে দেখিনি, নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তা জানান। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু এখনো আমরা হুথিদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনি, ওই কর্মকর্তা আরো বলেন।

আত্মরক্ষার জন্যই এই হামলা?

অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, কানাডা, ডেনমার্ক, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, কোরিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকার একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে।

এই বিবৃতিতে হুথিদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বড় ধরণের ঐক্যমত্য রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একই সাথে লোহিত সাগরে তাদের হামলা বন্ধ করতে বিদ্রোহীদের প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের আহ্বানের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বহুপাক্ষিক এই হামলা ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক আত্মরক্ষার স্বভাবগত অধিকারের আওতায়ই চালানো হয়েছে।

এই নির্ভুল হামলাগুলো হুথিদের সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত এবং কমানোর উদ্দেশ্যে চালানো হয়েছে যা তারা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলপথে বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক নাবিকদের জীবনের প্রতি হুমকি হিসেবে ব্যবহার করতো।

জোটভুক্ত দেশগুলো বলে, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তেজনা কমিয়ে আনা এবং লোহিত সাগরে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।

যা বলছে হুথিরা

হুথিদের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুসেইন আলইজ্জি ইয়েমেনি টেলিভিশন চ্যানেল আলমাসিরাহ এর সাতে কথা বলেছেন।

তাকে উদ্ধৃত করে ওই চ্যানেলের খবরে বলা হচ্ছে, তিনি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যকে এই নির্মম আগ্রাসনের জন্য কড়া মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

শেখ হাসিনার নতুন সরকারের মন্ত্রীরা কে কোন মন্ত্রণালয় পেলেন?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এর ফলে শেখ হাসিনা পঞ্চম বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন।

দুজন টেকনোক্র্যাটসহ সাঁইত্রিশ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভায় আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ডঃ হাছান মাহমুদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মোহাম্মদ আলী আরাফাতকে করা হয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী।

এছাড়া বিদায়ী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনিকে নতুন মন্ত্রিসভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী করে প্রথমবারের মতো পূর্ণমন্ত্রী হওয়া মুহিবুল হাসান চৌধুরীকে শিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথের কয়েক ঘণ্টা আগে শেখ হাসিনাকে আবারো প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ এবং তার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনে রাষ্ট্রপতির সম্মতিসূচক প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

এই প্রজ্ঞাপনেই বলা হয় যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সাথে সাথে আগের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ওই প্রজ্ঞাপন জারির পর আরেকটি প্রজ্ঞাপনে রাষ্ট্রপতি যাদের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও পূর্ণমন্ত্রী ২৫ জন আর প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ১১ জনের নাম প্রকাশ করা হয়।

এরপর শপথ অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে আরেকটি প্রজ্ঞাপনে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের দফতরের নাম প্রকাশ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গত সাতই জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২২২টি আসনে জয়লাভ করে। যদিও নির্বাচনটি 'আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অবাধ ও সুষ্ঠু' হয়নি বলে মন্তব্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য।

তবে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন বলেছে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে এবং তাদের হিসেবে নির্বাচনে ৪১ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছে।

বিএনপি সহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বর্জন করায় নির্বাচনের দিনে ভোটার উপস্থিতি খুব কম ছিল বলেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে উঠে এসেছে।

শপথের নানা আনুষ্ঠানিকতা

বঙ্গভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন শেখ হাসিনাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান। এ নিয়ে টানা চতুর্থবার এবং মোট পঞ্চমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি।

শেখ হাসিনা সন্ধ্যা সাতটায় প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করেন। এরপর তিনি গোপনীয়তার শপথ পাঠ করেন। প্রধানমন্ত্রীর বোন শেখ রেহানা ও পরিবারের সদস্যরা, নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা ছাড়াও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা, সাবেক মন্ত্রী, সামরিক বেসামরিক সিনিয়র আমলারা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের আব্দুল কাদের সিদ্দিকী শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর শপথের আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাষ্ট্রপতি নতুন নিয়োগ পাওয়া মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রাত আটটার দিকে দফতর বণ্টনের প্রজ্ঞাপন জারি করে। এর আগে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যরা বুধবার জাতীয় সংসদে শপথ গ্রহণ করেন।

ওই দিনই আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠকে শেখ হাসিনাকে সংসদ নেতা, বেগম মতিয়া চৌধুরীকে উপনেতা ও নূর এ আলম চৌধুরীকে চীফ হুইপ নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়।

পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে এ সিদ্ধান্ত অবহিত করা হলে তিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগে সম্মতি দিয়ে তার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার গত দু বছরের বেশি সময় ধরে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করছে।

সংকট মোকাবেলায় এ সময়ে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলেরও দ্বারস্থ হতে হয়েছে সরকারকে। এমনকি নতুন মন্ত্রিসভায় জায়গা হয়নি বিদায়ী অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তাফা কামালেরও।

ফলে নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রী কে হন সেদিকেই বেশি আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে।